Valmiki Ramayan

(Bengali)

প্রাক্-কথন

॥ ওঁ শ্রীসীতা-রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ॥
॥ ওঁ শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
ওঁ প্রণম্যাদৌ পিতরং মে শিবপদংসমাখ্যাতম্।
মাতরঞ্চ শিবদাসীং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
আচার্যঞ্চ শশধরং শিক্ষাগুরূন্ যথোচিতান্।
সাষ্টাঙ্গঞ্চ প্রণমামি দীক্ষাগুরুং বীরেশ্বরম্॥
ওঁ রামকৃষ্ণো রঘুপতিঃ সারদা পৃথিবীসুতা।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥
প্রণমামি কবিগুরুং বাল্মীকিং তপসোজ্জ্বলম্।
বীরভক্তং হনুমন্তং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

রামায়ণম্ অর্থ **রামস্য অয়নম্**; অয়নম্ অর্থ **চলন** বা **গতি** (ই+অনট্+সু [ক্লীব])। অতএব রামায়ণ অর্থ **মর্ত্তে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নরদেহ ত্যাগ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের জীবনগতি**। সশক্তিক পরব্রহ্ম নারায়ণ নরদেহ ধারণ করে এই নরজগতে যে সকল কর্ম সাধন করেছিলেন তারই কাহিনী রামায়ণ। যখন মানুষ স্ব-স্বরূপ-বিস্মৃতিহেতু পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে অপরকে ক্লেশ দেয় এবং নিজেও ক্লেশ ভোগ করে, তখনই শ্রীভগবান্ নরদেহ ধারণ করে অসাধুর বিনাশ ও সাধুর রক্ষণকার্য করেন। তাই রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষাকার্যে সশক্তিক শ্রীনারায়ণের **সীতারামরূপে** মর্ত্তে আগমন।

সশক্তিক শ্রীরামচন্দ্র ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক, ধরিত্রীকন্যা ভারতজননী সীতা তাঁর শক্তি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎকে অস্বীকার করে না। তাই এখানে জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কর্মকেও পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের মর্ত্যজীবন এই জ্ঞান-ভক্তি-কর্মময় জীবন।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের চিরন্তন ইতিহাস। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় ইতিহাস রাজা বা কোনও শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর এবং তৎসহ তৎকালীন সমাজের ইতিহাস ; কালে কালে শাসকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বা জাতির বা সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু ভারতের উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ে এবং পুরাণ সাহিত্যে ভারতের যে ইতিহাস বিধৃত আছে তা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস ধর্মমূল ; এই ধর্ম জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে প্রেমধর্ম। সততা, প্রেম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা ইত্যাদিই মনুষ্যসমাজকে স্থায়িত্ব দান করে। রামায়ণ-মহাভারত এই মনুষ্য ধর্মেরই ইতিহাস—**রামায়ণের রাম এবং মহাভারতের কৃষ্ণ এই ধর্মেরই রক্ষক**।

ভারতবর্ষের সমাজে ও সাহিত্যে রামায়ণের সমধিক প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতীয় সমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথার উৎস রামায়ণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পত্নীপ্রেম, ভৃত্যবাৎসল্য ও তৎসহ প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের উজ্জ্বল প্রতীক শ্রীরামচন্দ্র। পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীসীতা। ভ্রাতৃভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভরত ও লক্ষ্মণ। প্রভুভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত হনুমান্। উল্লিখিত মানবিক গুণগুলিই যে কোনও সভ্যসমাজের ধারক ও বাহক, এবং রামায়ণ সেই গুণগুলির উৎস। অপরপক্ষে ভারতীয় সাহিত্যেও রামায়ণের যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। রামায়ণ অবলম্বনে সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন অনেক কাব্য-নাটকাদি রচিত হয়েছে তদ্রূপ ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলিতেও বহু কাব্য-নাটকাদি রচিত হয়েছে। তাই তো মহর্ষি বাল্মীকি **কবিগুরু**।

এই কর্মব্যস্ততার যুগে সাতটি কাণ্ডে, পাঁচশত সর্গে বিভক্ত চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্বিত সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ সম্ভব নয় ; তাই বর্তমান পুস্তিকাটিতে আদিকাণ্ডের প্রথম তিনটি সর্গের (একশত বিরাশিটি শ্লোকের) মূলশ্লোক ও অন্বয় সহ সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আগত দেবর্ষি নারদের কাছে মহর্ষি সর্বগুণান্বিত একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা জানতে চাইলে দেবর্ষি সংক্ষেপে রামচরিত্র ও মর্ত্তে রামের কর্মময় জীবন বর্ণনা করেন প্রথম সর্গে। দ্বিতীয় সর্গে আছে রামায়ণ রচনার পটভূমিকা এবং তৃতীয় সর্গে রয়েছে বিধিবৎ আচমনাদি সমাপনান্তে কুশাসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ মহর্ষি বাল্মীকির

অন্তরে সমগ্র রামচরিত্রের অনুধ্যান। আশা করা যায় যে, বাল্মীকি রামায়ণের এই সারসংক্ষেপ পাঠক সাধারণের মনে সমগ্র রামায়ণ পাঠের আগ্রহ জাগাবে, এবং এতেই আমার শ্রম সার্থক হবে তথা নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমার কৈশোরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথা আচার্যদেব **ঁশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের** মুখে প্রথম রামায়ণের একটা শ্লোক—

'দেশে দেশে কলত্রাণি, দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥'

—শ্রবণ করে রামায়ণ পাঠের অনুপ্রেরণা পাই। পরে যৌবনে **শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর** দুই সন্তান শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দগিরি** এবং শ্রদ্ধেয় **শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ গিরি** মহাপুরুষদ্বয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত এবং রামায়ণ পাঠের অনুপ্রেরণা পাই। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ ব্রহ্ম মহাশয় আমাকে প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রুফ দেখার জন্য গীতাপ্রেসের কলকাতাস্থ গোবিন্দ ভবনের জনৈক সদস্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাতেই আমি এই বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদকার্যে বৃত হওয়ার সাহস পেয়েছি, কতটুকু সফল হয়েছি তা বিদগ্ধ পাঠক সাধারণই বিচার করবেন। প্রথমেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় দাদা তথা আচার্যদেব ঁশশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং ঁমাতৃলোকগত শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরি মহারাজের ও শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ গিরি মহারাজের শ্রীচরণোদ্দেশে জানাই আমার সশ্রদ্ধ আভূমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ ব্রহ্ম মহাশয়কেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে এই প্রাক্-কথনের ইতি টানি। কিমধিকমিতি শম্।

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ শ্রীসীতারামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ ॥

মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্

বালকাণ্ডম্

(আদিকাণ্ড)

(প্রথমঃ সর্গঃ)

(মহর্ষি বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন এবং শ্রবণের ফলকথন)

তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥ ১

অন্বয় ও শব্দার্থ—তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং (তপস্যা ও বেদাদিপাঠরত) ; বাগ্‌বিদাং বরম্ (বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ; মুনিপুঙ্গবম্ (মুনিশ্রেষ্ঠ) ; নারদং (নারদকে) ; তপস্বী (তপস্যানিরত) ; বাল্মীকিঃ (বাল্মীকি) ; পরিপপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তপস্যা ও (নিত্য) বেদাদি পাঠরত বিদ্বদ্বরেণ্য (শ্রেষ্ঠ বিদ্বান) মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে তপস্বী বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করলেন।

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ॥ ৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥ ৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সাম্প্রতং** (বর্তমান সময়ে) ; **অস্মিন্ লোকে** (এই সংসারে বা এই পৃথিবীতে) ; **কঃ নু** (কে কোন মহাত্মা) ; **গুণবান্** (সর্ব-গুণান্বিত) ; **কঃ চ** (কে) ; **বীর্যবান্** (মহাবীর) ; **ধর্মজ্ঞঃ চ** (ধর্মসম্বন্ধে অবহিত) ; **কৃতজ্ঞঃ চ** (উপকারীর উপকার স্বীকার করেন যিনি) ; **সত্যবাক্যঃ** (সত্যভাষী) ; **দৃঢ়ব্রতঃ** (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) ; **কঃ চ চারিত্রেণ যুক্তঃ** (কে সচ্চরিত্র) ; **কঃ** (কে) ; **সর্বভূতেষু** (সকল প্রাণীর প্রতি) ; **হিতঃ** (হিত-সাধনকারী) ; **কঃ বিদ্বান্** (কে বিদ্বান্) ; **কঃ চ সমর্থঃ** (কে সর্বকর্ম সাধনে সুদক্ষ) ; **কঃ চ একপ্রিয়দর্শনঃ** (কেই বা একমাত্র প্রিয়দর্শন সর্বসুন্দর) ; **কঃ** (কে) ; **আত্মবান্** (সংযতাত্মা) ; **জিতক্রোধঃ** (ক্রোধজয়ী) ; **দ্যুতিমান্** (কান্তিমান) ; **কঃ** (কে) ; **অনসূয়কঃ** (অসূয়াশূন্য, অদোষদর্শী, অন্যের দোষ যিনি দেখেন না) ; **সংযুগে** (সংগ্রামে) ; **জাতরোষস্য** (জাতক্রোধে, যিনি ক্রুদ্ধ হলে তাঁকে) ; **দেবাশ্চ** (দেবতারাও) ; **বিভ্যতি** (ভয় করেন)।

বঙ্গানুবাদ—বর্তমানে এই পৃথিবীতে এমন কোন মহাত্মা আছেন, যিনি সর্বগুণান্বিত, মহাবীর, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতসাধনকারী, বিদ্বান, কর্মদক্ষ, প্রিয়দর্শনও। সংযতাত্মা ক্রোধজয়ী, কান্তিমান, অদোষদর্শী এবং যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হলে (তাঁকে দেখে) দেবতারাও ভীত হন ?

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—**মহর্ষে** (হে মহর্ষি !) ; **অহং** (আমি) ; **এতৎ** (ইহা) ; **শ্রোতুম্** (শুনতে) ; **ইচ্ছামি** (ইচ্ছা করি) ; **মে** (আমার) ; **হি পরং** (অত্যন্ত) ; **কৌতূহলম্** (কৌতূহল, ঔৎসুক্য) ; **ত্বং** (আপনি) ; **এবংবিধং** (এইরূপ) ; **নরম্** (পুরুষকে) ; **জ্ঞাতুম্** (জানতে) ; **সমর্থঃ অসি** (সমর্থ আছেন)।

বঙ্গানুবাদ—হে মহর্ষি ! (কেবল) আপনি-ই এরূপ পুরুষ সম্বন্ধে জানতে সমর্থ। তাঁর সম্বন্ধে আমার পরম কৌতূহল। (আপনার কাছ থেকে) আমি এই সকল কথা (তাঁর কথা) শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বাল্মীকেঃ** (বাল্মীকির) ; **চ এতৎ বচঃ** (এই কথা) ; **শ্রুত্বা**

(শ্রবণ করে) ; **ত্রিলোকজ্ঞঃ** ([স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই] ত্রিলোক সম্বন্ধে জ্ঞানী) ; **নারদ** (দেবর্ষি নারদ) ; **প্রহৃষ্টঃ [সন্]** (আনন্দিত [হয়ে]) ; **চ আমন্ত্র্য** (সম্বোধন করে) ; **শ্রূয়তাম্** (শ্রবণ করুন) ; **ইতি** (এই) ; **বাক্যম্** (কথা) ; **অব্রবীৎ** (বললেন)।

বঙ্গানুবাদ—(মহর্ষি) বাল্মীকির এই কথা শ্রবণ করে ত্রিলোকজ্ঞ (দেবর্ষি) নারদ তাঁকে সম্বোধন করে 'শ্রবণ করুন' বলে প্রসন্নচিত্তে (আনন্দিত হয়ে) বললেন—।

বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥ ৭

অন্বয় ও শব্দার্থ—**মুনে** (হে মুনি!) ; **ত্বয়া** (আপনা কর্তৃক, আপনি) ; **যে** (যে সকল) ; **বহবঃ** (বহু) ; **দুর্লভাঃ চ এব** (দুর্লভ) ; **গুণাঃ** (গুণসকল) ; **কীর্তিতাঃ** (কথিত হয়েছে, বলেছেন) ; **অহং** (আমি) ; **বুদ্ধা** (বিচার করে) ; **বক্ষ্যামি** (বলব) ; **তৈ** (সেগুলি দ্বারা) ; **যুক্তঃ** (সমন্বিত) ; **নরঃ** (ব্যক্তি, ব্যক্তির সম্বন্ধে) ; **শ্রূয়তাম্** (শ্রবণ করা হোক, শ্রবণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ—হে মুনিবর! আপনি যে সকল দুর্লভ গুণের কথা বললেন, আমি বিচার করে (স্মরণ করে) সেই সকল গুণসমন্বিত ব্যক্তির কথা বলছি, (আপনি) শ্রবণ করুন।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ** (ইক্ষ্বাকুবংশে জাত) ; [**যঃ** (যিনি)] ; **জনৈঃ** (জনগণের দ্বারা) ; **রামঃ নাম** ('রাম' নামে) ; **শ্রুতঃ** (খ্যাত) ; [**সঃ** (তিনি)] ; **নিয়তাত্মা** (সংযতমনা) ; **মহাবীর্যঃ** (মহাবলবান্) ; **দ্যুতিমান্** (কান্তিমান্, সুন্দর) ; **ধৃতিমান্** (ধৈর্যশীল) ; **বশী** (ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত রেখেছেন, জিতেন্দ্রিয়)।

বঙ্গানুবাদ—ইক্ষ্বাকুবংশজাত, জনগণ যাঁকে 'রাম' নামে জানেন, (তিনি) সংযতাত্মা, মহাবলবান, কান্তিমান, ধৈর্যশীল এবং জিতেন্দ্রিয়।

বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমাঞ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥ ৯

বিপুলাংসঃ=[বিপুল + অংসঃ]

অন্বয় ও শব্দার্থ—স রামঃ (সেই রাম) ; **বুদ্ধিমান্** (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) ; **নীতিমান্** (নীতিজ্ঞানসম্পন্ন) ; **বাগ্মী** (সুবক্তা) ; **শ্রীমান্** (শ্রী বা সৌন্দর্যযুক্ত) ; **শত্রুনিবর্হণঃ** (শত্রুসংহারক) ; **বিপুলাংসঃ** (বিশাল স্কন্ধদেশযুক্ত) ; **মহাবাহুঃ** (দীর্ঘবাহুযুক্ত) ; **কম্বুগ্রীবঃ** (শঙ্খের ন্যায় রেখাসমন্বিত ঘাড় বা গ্রীবাযুক্ত) ; **মহাহনুঃ** (হনু অর্থাৎ গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদিক সুপুষ্ট)।

বঙ্গানুবাদ—তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সুবুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রুসংহারক ; তাঁর স্কন্ধদেশ সুদৃঢ়, বাহুযুগল দীর্ঘ, শঙ্খের ন্যায় তাঁর গ্রীবাদেশ এবং গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদিক সুপুষ্ট।

মহোরস্কো মহেশ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ॥ ১০

মহোরস্কঃ=[মহা + উরস্কঃ], **মহেশ্বাসঃ**=[মহা + ইশ্বাসঃ]

অন্বয় ও শব্দার্থ—(শ্রীরামচন্দ্র) মহোরস্কঃ (বিশাল বক্ষোদেশযুক্ত) ; **মহেশ্বাসঃ** (মহান্ বা বিশাল ধনু তাঁর) ; **গূঢ়জত্রুঃ** (জত্রু অর্থাৎ কণ্ঠের অস্থি [মাংসের দ্বারা] আবৃত) ; **অরিন্দমঃ** (শত্রুদমনকারী) ; **আজানুবাহুঃ** (বাহুদ্বয় জানু বা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত) ; **সুশিরাঃ** (শিরঃ বা মস্তক সুন্দর) ; **সুললাটঃ** (ললাট বা কপাল সুন্দর ও উন্নত) ; **সুবিক্রমঃ** (বিক্রমশালী, সুন্দর তাঁর চলন বা গমন)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের বক্ষোদেশ বিশাল, বিশাল ধনু তাঁর, তাঁর কণ্ঠাস্থি মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত ; তিনি শত্রুদমনকারী, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় তাঁর, সুন্দর মস্তক ও উন্নত ললাট এবং তাঁর গমনাগমন মনোহর বিক্রমশালী।

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্শুভলক্ষণঃ॥ ১১

অন্বয় ও শব্দার্থ—(শ্রীরামচন্দ্রের) সমঃসমবিভক্তাঙ্গঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যময়) ; **স্নিগ্ধবর্ণঃ** (গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ অর্থাৎ নবদূর্বাদল শ্যাম) ; **প্রতাপবান্** (প্রতাপশালী বা তেজস্বী) ; **পীনবক্ষাঃ** (বিশাল বক্ষযুক্ত) ; **বিশালাক্ষঃ** (আয়তনেত্র) ; **লক্ষ্মীবান্** (লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত) ; **শুভলক্ষণঃ** (মঙ্গলময় চিহ্নযুক্ত)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিভক্ত, তাঁর গাত্রবর্ণ সুস্নিগ্ধ। তিনি তেজস্বী। তাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল এবং নেত্রদ্বয় আয়ত। তিনি লক্ষ্মীবান ও শুভলক্ষণযুক্ত।

ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্॥ ১২

অন্বয় ও শব্দার্থ—(শ্রীরামচন্দ্র) ধর্মজ্ঞঃ (ধর্মবিষয়ে জ্ঞানী, ধার্মিক) ; **সত্যসন্ধঃ চ** (সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ) ; **প্রজানাম্ চ** (এবং প্রজাদের) ; **হিতে রতঃ** (কল্যাণবিষয়ে ধৃতব্রত) ; **যশস্বী** (খ্যাতিমান্) ; **জ্ঞানসম্পন্নঃ** (জ্ঞানযুক্ত, জ্ঞানী) ; **শুচিঃ** (পবিত্র) ; **বশ্যঃ** (জিতেন্দ্রিয়) ; **সমাধিমান্** (যোগসমাধিসম্পন্ন)।

বঙ্গানুবাদ—(শ্রীরামচন্দ্র) ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজা-কল্যাণব্রতী, যশস্বী, জ্ঞানী, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় এবং যোগসমাধিমান পুরুষ।

প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৩

অন্বয় ও শব্দার্থ— প্রজাপতিসমঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাপালক) ; **শ্রীমান্** (ঐশ্বর্যসম্পন্ন) ; **ধাতা** (রক্ষক) ; **রিপুনিষূদনঃ** (শত্রুমর্দনকারী) ; **রক্ষিতা জীবলোকস্য** (প্রাণিসমূহের রক্ষক) ; **ধর্মস্য পরিরক্ষিতা** (ধর্মের সংরক্ষক)।

বঙ্গানুবাদ—(শ্রীরামচন্দ্র) প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় বিশ্বের পালক, সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, শত্রুমর্দনকারী এবং সকল প্রাণীর ও ধর্মের সংরক্ষক।

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪

অন্বয় ও শব্দার্থ— স্বস্য (নিজের) ; **ধর্মস্য** (ধর্মের) ; **রক্ষিতা** (রক্ষক) ; **স্বজনস্য চ** (নিজ-জনদের, আত্মীয়-কুটুম্বাদির) ; **রক্ষিতা** (রক্ষক) ; **বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞঃ** (চারিবেদ [**ঋক্, সাম, যজুঃ** এবং **অথর্ব**] এবং ছয় বেদাঙ্গ [শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ] —এই সকল বিষয়ের গূঢ়রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানী) ; **চ** (এবং) ; **ধনুর্বেদে** (যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ ধনুর্বেদ সম্বন্ধে) ; **নিষ্ঠিতঃ** (নিষ্ণাত, জ্ঞানী)।

বঙ্গানুবাদ—(তিনি) স্বধর্ম এবং স্বজনদের প্রতিপালক, বেদ ও বেদাঙ্গগুলির গূঢ়রহস্যজ্ঞ এবং ধনুর্বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥ ১৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—(শ্রীরামচন্দ্র) সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ (সকল শাস্ত্রের অর্থ এবং গূঢ়রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানী) ; **স্মৃতিমান্** (প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন) ; **প্রতিভানবান্**

(প্রতিভাসম্পন্ন) ; **সর্বলোকপ্রিয়ঃ** (সর্বজনের প্রিয়) ; **সাধুঃ** (সৎ) ; **অদীনাত্মা** (উদার হৃদয়বান্) ; **বিচক্ষণঃ** (সর্ববিষয়ে দক্ষ)।

বঙ্গানুবাদ—(তিনি) সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানী, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাবান, সর্বজনপ্রিয়, সাধু, উদার ও বিচক্ষণ।

সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**সঃ রামচন্দ্রঃ** (সেই রামচন্দ্র)] ; **সদ্ভিঃ** (সজ্জনদের দ্বারা) ; **সর্বদা অভিগতঃ** (সর্বদা যুক্ত বা মিলিত থাকতেন, সাধুপুরুষরা সর্বদা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন) ; **সিন্ধুভিঃ** (নদীসমূহের দ্বারা) ; **সমুদ্রঃ ইব** (যেমন সমুদ্র) ; **আর্যঃ** (শ্রেষ্ঠ, সদ্‌গুণসম্পন্ন) ; **সদৈব** (সর্বদাই) ; **সর্বসমঃ চ এব** (সকলের প্রতি সমান ব্যবহার সম্পন্ন) ; **প্রিয়দর্শনঃ** (প্রিয়দর্শী, তাঁকে দেখে সকলেই প্রীতিলাভ করতেন)।

বঙ্গানুবাদ— নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রূপ সাধু-সজ্জনগণ সর্বদা তাঁর শরণাগত হন। তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন, সর্বদাই সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন।

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥ ১৭

অন্বয় ও শব্দার্থ— **স চ** (তিনি) ; **সর্বগুণোপেতঃ** (সর্ববিধ গুণান্বিত) ; **কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ** ([জননী] কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী) ; **গাম্ভীর্যে** (গম্ভীরতায়) ; **সমুদ্র ইব** (সমুদ্রের ন্যায়) ; **ধৈর্যেণ** (ধৈর্যে) ; **হিমবান্ ইব** (হিমালয়ের মতো) ।

বঙ্গানুবাদ—তিনি সর্বগুণান্বিত হয়ে মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী। গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের মতো এবং হিমালয়ের মতো ধৈর্যশীল।

বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥ ১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ— [**স রামচন্দ্রঃ**] **বীর্যে** (বীরত্বে) ; **বিষ্ণুনা সদৃশঃ** (ভগবান্ বিষ্ণুর সমান) ; **সোমবৎ** (চন্দ্রের মতো) ; **প্রিয়দর্শনঃ** (স্নিগ্ধদর্শন) ; **ক্রোধে** (ক্রুদ্ধতায়, ক্রুদ্ধ হলে) ; **কালাগ্নিসদৃশঃ** (প্রলয়াগ্নির মতো) ; **ক্ষময়া** (ক্ষমা-

শীলতায়) ; **পৃথিবীসমঃ** (ধরিত্রীর সমান) ; **ত্যাগে** (দান কার্যে) ; **ধনদেন সমঃ** (কুবেরের মতো) ; **সত্যে** (সত্যপালনে) ; **অপরঃ ধর্মঃ ইব** (দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়)।

বঙ্গানুবাদ—(শ্রীরামচন্দ্র) ভগবান বিষ্ণুর মতো বীর্যবান, চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধদর্শন। ক্রুদ্ধ হলে তিনি প্রলয়াগ্নির মতো (ভয়ংকর) আবার ধরিত্রী মাতার ন্যায় তিনি ক্ষমাশীল। মহান ত্যাগী হলেও তাঁর ধন কুবেরের মতো অক্ষয় এবং সত্যপালনে তিনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায়।

তমেবংগুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্॥ ১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া॥ ২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—মহীপতিঃ দশরথঃ (রাজা দশরথ) ; **এবম্** (এইরূপ) ; **গুণসম্পন্নম্** (গুণী) ; **সত্যপরাক্রমম্** (সত্যসন্ধ, সত্যপালক) ; **শ্রেষ্ঠগুণৈঃযুক্তম্** (শ্রেষ্ঠগুণসমূহ দ্বারা অলংকৃত) ; **প্রকৃতীনাম্** (প্রজা-বর্গের) ; **হিতৈঃযুক্তম্** (কল্যাণকর্মে যুক্ত) ; **তম্** (সেই) ; **প্রিয়ম্** (প্রিয়) ; **জেষ্ঠম্ সুতম্ রামম্** (জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে) ; **প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া** (প্রজাবর্গের হিত কামনায়) ; **প্রীত্যা** (প্রীতচিত্তে) ; **যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুম্** (যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে) ; **ঐচ্ছৎ** (ইচ্ছা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা দশরথ প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন, সত্যসন্ধ, প্রজাদের কল্যাণকামী জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয় রামচন্দ্রকে প্রীতচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করলেন।

তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্যাথ কৈকেয়ী॥ ২১
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্॥ ২২

অন্বয় ও শব্দার্থ—অথ (তখন) ; **তস্য** (তাঁহার, শ্রীরামচন্দ্রের) ; **অভিষেকসম্ভারান্** (রাজ্যাভিষেকের সম্ভার, [দ্রব্যাদি]) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **পূর্বম্ দত্তবরা** ([দশরথ কর্তৃক]) ; **পূর্বপ্রতিশ্রুত বরপ্রাপ্তা** [দশরথ যাঁকে পূর্বে বর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই] ; **ভার্যা** (স্ত্রী) ; **দেবী কৈকেয়ী** (কৈকেয়ী দেবী) ; **রামস্য** (রামের) ; **বিবাসনম্** (নির্বাসন) ; **চ** (এবং) ; **ভরতস্য** (ভরতের) ; **অভিষেচনম্** (রাজ্যাভিষেক) ; **এনম্** (এই) ; **বরম্**

(বর) ; অযাচত (প্রার্থনা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দ্রব্যাদি দেখে, (রাজা দশরথের) স্ত্রী দেবী কৈকেয়ী দশরথ কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত (দুটি) বর প্রার্থনা করলেন—রামের নির্বাসন (বনবাস) এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক।

স সত্যবচনাদ্ রাজা ধর্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্॥ ২৩

অন্বয় ও শব্দার্থ— **সঃ রাজা দশরথঃ** (সেই রাজা দশরথ) ; **সত্যবচনাৎ** (সত্য রক্ষার কারণে) ; **ধর্মপাশেন** (ধর্মবন্ধনে) ; **সংযতঃ** (আবদ্ধ) ; [**সন্** (হয়ে)] ; **প্রিয়ম্ সুতম্ রামম্** (প্রিয় পুত্র রামকে) ; **বিবাসয়ামাস** (নির্বাসন দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা দশরথ সত্যরক্ষার কারণে ধর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠালেন।

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণৎ॥ ২৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ বীরঃ** (সেই বীর [রামচন্দ্র]) ; **পিতুর্বচননির্দেশাৎ** (পিতার কথানুসারে, পিতার নির্দেশে) ; **প্রতিজ্ঞাম্** অনুপালয়ন্ (প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে) ; **কৈকেয্যাঃ** (কৈকেয়ীর) ; **প্রিয়কারণৎ** (প্রীতিসাধনের জন্য) ; **বনম্** (বনে) ; **জগাম** (গমন করলেন) ।

বঙ্গানুবাদ—বীর (রামচন্দ্র) পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কারণে তাঁর নির্দেশে কৈকেয়ীর প্রীতিসাধনের জন্য বনে গেলেন।

তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ॥ ২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বিনয়সম্পন্নঃ** (বিনয়যুক্ত, বিনয়ী) ; **সুমিত্রা-আনন্দবর্ধনঃ** (সুমিত্রার আনন্দ-বর্ধনকারী) ; **ভ্রাতুঃ দয়িতঃ** (ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত) ; **প্রিয়ঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ** (প্রিয় ভাই লক্ষ্মণ) ; **সৌভ্রাত্রম্ অনুদর্শয়ন্** (ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শন করে) ; **ব্রজন্তম্ তম্ ভ্রাতরম্** ([বনে] গমনকারী সেই ভ্রাতার [রামচন্দ্রের]) ; **স্নেহাৎ** (প্রীতিবশতঃ) ; **অনুজগাম হ** (অনুগমন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(মাতা) সুমিত্রার আনন্দবর্ধনকারী, ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত,

বিনয়ী প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেম প্রদর্শন করে প্রীতিবশতঃ বনে গমনকারী ভ্রাতার (রামচন্দ্রের) অনুগমন করলেন।

রামস্য দয়িতা ভার্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা॥ ২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ॥ ২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ॥ ২৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—**জনকস্য** (রাজা জনকের) ; **কুলে** (বংশে) ; **জাতা** (জন্মগ্রহণ করে) ; **দেবমায়া ইব** (দেবতাদের মায়ায় যেন) ; **নির্মিতা** (রচিতা) ; **সর্বলক্ষণ-সম্পন্না** (সকল প্রকার সুলক্ষণযুক্তা) ; **নারীণাম্** (নারীগণের মধ্যে) ; **উত্তমা** (শ্রেষ্ঠা) ; **রামস্য** (রামচন্দ্রের) ; **নিত্যম্** (সর্বদা) ; **হিতা** (কল্যাণকারিণী) ; **প্রাণসমা** (প্রাণতুল্যা) ; **দয়িতা** (প্রিয়া) ; **ভার্যা** (স্ত্রী) ; **বধূঃ** (বধূ) ; **সীতা-অপি** (সীতাও) ; **রোহিণী** (রোহিণী নক্ষত্র) ; **যথা** (যেমন) ; **শশিনং** (চন্দ্রকে) ; **(তথৈব** [সেইরূপ]) ; **রামম্ অনুগতা** (রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন) ; **[সঃ রামঃ** (সেই রামচন্দ্র)] ; **পিত্রা দশরথেন** (পিতা দশরথ কর্তৃক) ; **পৌরৈঃ চ** (পুরবাসী জনগণ কর্তৃকও) ; **দূরম্** (বহু দূর পর্যন্ত) ; **অনুগতঃ** (অনুসৃত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা সকলে রামচন্দ্রকে অনুগমন করেছিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রাজা জনকের বংশজাতা, যেন দেবতাদের মায়ায় নির্মিতা, সর্ব সুলক্ষণযুক্ত এবং নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য কল্যাণকারিণী প্রাণসমা প্রিয়া ভার্যা বধূ সীতাও, রোহিণী যেমন চন্দ্রকে অনুগমন করে সেইরকমভাবে রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন। পিতা দশরথ এবং পুরবাসী জনগণও তাঁকে বহুদূর পর্যন্ত অনুগমন করেছিলেন।

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্॥ ২৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ধর্মাত্মা** (ধর্মাত্মা রামচন্দ্র) ; **শৃঙ্গবেরপুরে** (গুহ চণ্ডালের নগরে, [বর্তমান চুনারে]) ; **গঙ্গাকূলে** (গঙ্গানদীর তীরে) ; **নিষাদাধিপতিম্** (চণ্ডালরাজ) ; **গুহম্** (গুহকে) ; **আসাদ্য** (প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে) ; **প্রিয়ম্ সূতং** (প্রিয় সারথিকে [সুমন্ত্রকে]) ; **ব্যসর্জয়ৎ** (বিদায় দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—শৃঙ্গবেরপুরে (অধুনা চুনারে) গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ গুহের

সঙ্গে মিলিত হয়ে (শ্রীরামচন্দ্র) প্রিয় সারথি (সুমন্ত্রকে) [অযোধ্যার উদ্দেশে] বিদায় দিলেন।

গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ॥ ৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ॥ ৩১
দেবগন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্।

বহূদকাঃ=[বহু + উদকাঃ]

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রামঃ** (রামচন্দ্র) ; **গুহেন লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহিতঃ** (গুহ, লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে) ; **বনেন বনম্ গত্বা** (বনের পর বন পার হয়ে গিয়ে) ; **বহূদকাঃ** (প্রভূত জলপূর্ণ) ; **নদীঃ** (নদীসমূহ) ; **তীর্ত্বা** (অতিক্রম করে, পার হয়ে) ; **চিত্রকূটম্ অনুপ্রাপ্য** (চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে) ; **ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ** (ঋষি ভরদ্বাজের অনুমতি অনুসারে) ; **বনে** (অরণ্যে) ; **রম্যম্** (রমণীয়, সুন্দর) ; **আবসথম্** (কুটীর) ; **কৃত্বা** (নির্মাণ করে) ; **তে ত্রয়ঃ** (তাঁরা তিনজন) ; **দেবগন্ধর্বসংকাশাঃ** (দেবতা এবং গন্ধর্বদের মতো) ; **রমমাণাঃ** (বিরাজিত হয়ে) ; **তত্র** (সেখানে) ; **সুখম্** (সুখে) ; **ন্যবসন্** (বাস করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ— গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্র অরণ্যের পর অরণ্য এবং সলিলসমৃদ্ধা অনেক নদী উত্তীর্ণ হয়ে চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে (গুহকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়ে) তাঁরা তিনজন (রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা) ভরদ্বাজ মুনির অনুমতিক্রমে রমণীয় কুটীর নির্মাণ করে দেবতা ও গন্ধর্বদের মতো সুখে বাস করতে লাগলেন।

চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা॥ ৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।

অন্বয় ও শব্দার্থ–**রামে চিত্রকূটম্ গতে** (রাম চিত্রকূটে চলে যাওয়ার পর) ; **তদা** (তখন) ; **পুত্রশোকাতুরঃ রাজা দশরথঃ** (পুত্রশোকে কাতর রাজা দশরথ) ; **সুতম্ বিলপন্** (পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে) ; **স্বর্গম্ জগাম** (স্বর্গে গমন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রামচন্দ্র চিত্রকূটে চলে গেলে পুত্র-শোকাতুর রাজা দশরথ পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে (এবং তাঁর নাম করতে

করতে) স্বর্গে গমন করলেন।

গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ॥ ৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ।
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ॥ ৩৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তস্মিন্ তু গতে** (তিনি চলে গেলে [রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করলে]) ; **বসিষ্ঠ-প্রমুখৈঃ দ্বিজৈঃ** (বসিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণ দ্বারা) ; **রাজ্যায়** (রাজ্য পালনের জন্য) ; **নিযুজ্যমানঃ** (নিযুক্ত করতে চাইলে) ; **মহাবলঃ ভরতঃ** (মহাবলশালী ভরত) ; **রাজ্যম্** (রাজ্য) ; **ন ঐচ্ছৎ** (ইচ্ছা করলেন না [রাজত্ব করতে চাইলেন না]) ; **সঃ বীরঃ** (সেই বীর [ভরত]) ; **রামপাদপ্রসাদকঃ** (পূজ্য রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করানোর জন্য) ; **বনম্** (বনে) ; **জগাম** (গমন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ — রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলে বসিষ্ঠ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য নিযুক্ত করতে চাইলে মহাবলশালী ভরত রাজত্ব করতে চাইলেন না। তিনি পূজ্যপাদ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করবার জন্য বনে গেলেন।

গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্যভাবপুরস্কৃতঃ॥ ৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**আর্যভাবপুরস্কৃতঃ সঃ তু** (সদ্ভাবনাপরায়ণ তিনি [ভরত]) ; **[তত্র বনম্** (সেই বনে)] ; **[গত্বা** (গিয়ে)] ; **সত্যপরাক্রমম্** (সত্য-সন্ধ) ; **মহাত্মানম্** (মহাত্মা) ; **ভ্রাতরম্ রামম্** (ভ্রাতা রামচন্দ্রের নিকট) ; **অযাচৎ** (প্রার্থনা করলেন) ; **ধর্মজ্ঞঃ** ([আপনি] ধর্মজ্ঞ) ; **ত্বম্ এব রাজা** (আপনিই রাজা) ; **ইতি বচঃ** (এই কথা) ; **রামম্** (রামকে) ; **অব্রবীৎ** (বললেন)।

বঙ্গানুবাদ—সদ্ভাবনাপরায়ণ ভরত (বনে) গিয়ে সত্যসন্ধ মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করে বললেন— 'আপনি ধর্মজ্ঞ, (তাই) আপনি-ই রাজা।'

রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ॥ ৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৩৭
নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**পরমঃ উদারঃ** (অত্যন্ত উদার) ; **সুমুখঃ** (প্রসন্নমুখ) ; **সুমহাযশঃ** (মহান্ যশস্বী) ; **মহাবলঃ** (অতীব বলশালী) ; **রামঃ অপি** (রামও) ; **পিতুঃ** (পিতার) ; **আদেশাৎ** (আদেশ হেতু) ; **রাজ্যম্ চ** (রাজ্য) ; **ন ঐচ্ছৎ** (অভিলাষ করলেন না) ; **ভরতাগ্রজঃ [সঃ] রামঃ** (ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র) ; **পুনঃপুনঃ** (বারংবার) ; **[রাজ্যগ্রহণায় অনুরুদ্ধঃসন্** (রাজ্য গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে)] ; **চ অস্য** (তাঁর) ; **পাদুকে** (পাদুকা দুটি) ; **রাজ্যায়** (রাজ্যের জন্য) [চিহ্ন-স্বরূপ] ; **ন্যাসম্ দত্ত্বা** (অর্পণ করে) ; **ততঃ** (অতঃপর) ; **ভরতম্** (ভরতকে) ; **নিবর্তয়ামাস** (নিবৃত্ত করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—পরম উদার প্রসন্নবদন মহাযশস্বী ও মহাবলশালী রামচন্দ্র পিতার আদেশ পালনের জন্য রাজ্যগ্রহণ করলেন না। ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র বারবার (রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে) নিজের পাদুকা দুটি রাজ্যের জন্য (চিহ্নস্বরূপ) অর্পণ করে পরে ভরতকে নিবৃত্ত করলেন।

স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্॥ ৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ [ভরতঃ]** (সেই ভরত) ; **কামম্** (ইচ্ছা) ; **অনবাপ্য এব** (অপূর্ণ রেখেই) ; **রামপাদৌ** (শ্রীরামের পদদ্বয়) ; **উপস্পৃশন্** (স্পর্শ করে) ; **রামাগমন-কাঙ্ক্ষয়া** (রামের আগমনের আকাঙ্ক্ষায় [প্রতীক্ষায়]) ; **নন্দিগ্রামে** (নন্দিগ্রাম নামক স্থানে) ; **রাজ্যম্ অকরোৎ** (রাজত্ব করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—ভরত স্বীয় কামনা অপূর্ণ রেখেই শ্রীরামের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন এবং (সেখান থেকে প্রতিগমন করে) রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে (সাময়িকভাবে) রাজ করতে লাগলেন।

গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ॥ ৪০

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ভরতে তু গতে** (ভরত চলে গেলে) ; **শ্রীমান্** (কীর্তিমান) ; **সত্যসন্ধঃ** (সত্যপ্রতিজ্ঞ) ; **জিতেন্দ্রিয়ঃ** (ইন্দ্রিয়জয়ী) ; **রামঃ তু** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **[অযোধ্যায়াঃ** (অযোধ্যার)] ; **নাগরস্য জনস্য চ** (নাগরিক জনগণের) ; **তত্র** (সেখানে [চিত্রকূটে]) ; **পুনঃ আগমনম্** (পুনরায় আগমন) ; **আলক্ষ্য** (লক্ষ্য করে) ; **একাগ্রঃ** (একাগ্র মনে বনবাসকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ

করে) ; **দণ্ডকান্** (দণ্ডকারণ্যে) ; **প্রবিবেশ হ** (প্রবেশ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—ভরত চলে গেলে কীর্তিমান সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র সেই চিত্রকূটে অযোধ্যার জনগণের পুনরাগমন লক্ষ্য করে (আশঙ্কা করে) বনবাসকে একাগ্রমনে গ্রহণ করে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ॥ ৪১
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যং চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রাজীবলোচনঃ রামঃ** (কমললোচন শ্রীরামচন্দ্র) ; **মহারণ্যম্ তু** (মহারণ্যে) ; **প্রবিশ্য** (প্রবেশ করে) ; **বিরাধম্ রাক্ষসম্** (বিরাধ নামক রাক্ষসকে) ; **হত্বা** (হত্যা করে) ; [**ঋষীন্** (ঋষি)] ; **শরভঙ্গম্, সুতীক্ষ্ণম্, অগস্ত্যম্ চ অপি তথা অগস্ত্যভ্রাতরম্ চ** (শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভ্রাতাকে) ; **দদর্শ হ** (দেখতে পেলেন) ।

বঙ্গানুবাদ— রাজীবলোচন রামচন্দ্র মহারণ্যে প্রবেশ করে বিরাধ নামক রাক্ষসকে হত্যা করলেন এবং পরে ঋষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভ্রাতাকে দেখলেন (অর্থাৎ ঐ সকল ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হলেন)।

অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্॥ ৪২
খড়্গং চ পরমপ্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**অগস্ত্যবচনাৎ** ([মহামুনি] অগস্ত্যের কথানুসারে) ; **পরমপ্রীতঃ** [**সন্**] (পরম প্রীত হয়ে) ; **ঐন্দ্রম্** (ইন্দ্রপ্রদত্ত) ; **শরাসনম্** (ধনু) ; **খড়্গম্** (খড়্গ) ; **অক্ষয়সায়কৌ** (অক্ষয় বাণদ্বয়) ; **তূণী চ এব** (এবং বাণাধার) ; **জগ্রাহ** (গ্রহণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(রামচন্দ্র) মহামুনি অগস্ত্যের নির্দেশে পরমপ্রীত হয়ে ইন্দ্রপ্রদত্ত ধনুঃ, খড়্গ, অক্ষয় দুটি বাণ এবং তূণ গ্রহণ করলেন।

বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ॥ ৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে॥ ৪৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বনে** (সেই দণ্ডকারণ্যে) ; **বনচরৈঃ সহ** (বনবাসীদের সঙ্গে) ; **তস্য রামস্য** (সেই রামচন্দ্রের) ; **বসতঃ** (বসবাসের সময়) ; **অসুর-**

রক্ষসাম্ (অসুর এবং রাক্ষসদের) ; **বধায়** (বধের জন্য) ; **সর্বে ঋষয়ঃ** (ঋষিরা সকলে) ; **অভ্যাগমন্** (আগমন করলেন) ; **সঃ** (তিনি [রামচন্দ্র]) ; **তেষাম্ [ঋষীণাম্]** (সেই ঋষিদের নিকট) ; **বনে** (সেই বনে) ; **রাক্ষসানাম্** (রাক্ষসদের) ; **[বধায়** (বধের জন্য)] ; **প্রতিশুশ্রাব** (প্রতিশ্রুতি দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(রামচন্দ্র) সেই বনে বনবাসী জনগণের সঙ্গে বাস করতে থাকলে রামচন্দ্রের কাছে ঋষিরা সকলে এসে অসুর ও রাক্ষসদের বধের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তাঁদের (ঋষিদের) কাছে রাক্ষসবধের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্॥ ৪৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ (দণ্ডকারণ্যের অধিবাসী) ; **অগ্নি কল্পানাম্** (অগ্নির ন্যায় তেজস্বী) ; **ঋষীণাম্** (ঋষিদের) ; **[সম্মুখে** (নিকট)] ; **রামেণ** (রাম কর্তৃক) ; **সংযতি** (সংগ্রামে) ; **রক্ষসাম্** (রাক্ষসদের) ; **বধঃ** (বধ) ; **প্রতিজ্ঞাতঃ চ** (প্রতিজ্ঞা করা হল)।

বঙ্গানুবাদ—দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ঋষিদের নিকট রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করবেন।

তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী॥ ৪৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—তত্র এব (সেখানেই) ; **বসতা** (বসবাস করার সময়) ; **তেন [রামেণ]** (সেই রাম কর্তৃক) ; **জনস্থাননিবাসিনী** (লোকালয়ে বসবাস-কারিণী) ; **কামরূপিণী** (ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারিণী) ; **রাক্ষসী শূর্পণখা** (রাক্ষসী শূর্পণখা) ; **বিরূপিতা** (বিকৃতরূপকৃতা তার রূপ বিকৃত করা হল)।

বঙ্গানুবাদ—সেখানেই (সেই দণ্ডকারণ্যে) বসবাস করার সময় রামচন্দ্র ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারিণী লোকালয়বাসিনী রাক্ষসী শূর্পণখার (লক্ষ্মণের দ্বারা নাসাকর্ণ ছেদন করে) রূপ বিকৃত করে দিলেন।

ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্‌যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্॥ ৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্।

বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্॥ ৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (অতঃপর) ; **শূর্পণখা-বাক্যাৎ** (শূর্পণখার কথা বা অভিযোগ অনুসারে) ; **উদ্‌যুক্তান্** (উত্তেজিত [হয়ে আক্রমণকারী]) ; **রাক্ষসম্ খরম্ ত্রিশিরসম্ দূষণম্ চ এব** (রাক্ষস খর, ত্রিশিরা এবং দূষণকে) ; **চ এব** (এবং) ; **তেষাম্** (তাদের) ; **পদানুগান্** (অনুগামী) ; **সর্বরাক্ষসান্** (সকল রাক্ষসকে) ; **রামঃ** (রামচন্দ্র) ; **রণে** (যুদ্ধে) ; **নিজঘান** (হত্যা করলেন) ; [**অনেন** (এইভাবে)] ; **তস্মিন্ বনে জনস্থাননিবাসিনাম্** (সেই বনে জনস্থান-বাসীদের) ; **রক্ষসাম্ চতুর্দশ সহস্রাণি** (চোদ্দ হাজার রাক্ষস) ; **নিহতানি আসন্** (নিহত হয়েছিল)।

বঙ্গানুবাদ— অতঃপর শূর্পণখার কথায় উত্তেজিত হয়ে আক্রমণকারী রাক্ষস খর, ত্রিশিরা, দূষণ এবং তাদের অনুগামী অন্য সকল রাক্ষসকে রামচন্দ্র যুদ্ধে হত্যা করলেন ; এইভাবে সেই বনের জনস্থানবাসী চোদ্দ হাজার রাক্ষস নিহত হয়েছিল।

ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (তখন) ; **রাবণঃ** (রাবণ) ; **জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা** (জ্ঞাতিদের বধের কথা শুনে) ; **ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ সন্** (ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে) ; **মারীচং নাম রাক্ষসম্** (মারীচ নামক রাক্ষসকে) ; **সহায়ম্** (সাহায্যকারীরূপে) ; **বরয়ামাস** (বরণ করল)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর রাবণ আত্মীয়দের হত্যার কথা শুনে ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে) মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্য প্রার্থনা করল।

বার্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ॥ ৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ তেন তে।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ॥ ৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা।

অন্বয় ও শব্দার্থ—রাবণ (হে রাবণ !) ; **বলবতা তেন** (সেই বলবান [রামের] সঙ্গে) ; **তে** (আপনার) ; **বিরোধঃ ন ক্ষমঃ** (বিরোধ উচিত নয়) ; [**ইতি** (এইভাবে)] ; **মারীচেন** (মারীচ কর্তৃক) ; **সঃ রাবণঃ** (সেই রাবণ) ; **সুবহুশঃ**

(বহুভাবে) ; **বার্যমাণঃ [অপি]** (নিবারিত হয়েও) ; **কালচোদিতঃ** (মহাকালের দ্বারা [মৃত্যুর দ্বারা] প্রেরিত হয়ে) ; **রাবণঃ** (রাবণ) ; **তদ্ বাক্যম্** (তার [মারীচের] কথা) ; **তু অনাদৃত্য** (অমান্য করে) ; **তদা** (সেই সময়) ; **সহমারীচঃ** (মারীচের সঙ্গে) ; **তস্য** (তাঁর [রামচন্দ্রের]) ; **আশ্রমপদম্** (আশ্রমে) ; **জগাম** (গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—হে রাবণ ! সেই বলবান রামের সঙ্গে আপনার বিরোধ করা উচিত হবে না, এই কথা বলে মারীচ রাবণকে বহুভাবে নিষেধ করলেও (যেন) মৃত্যুর দ্বারা প্রেরিত হয়েই রাবণ মারীচের নিষেধ অমান্য করেই মারীচের সঙ্গে তাঁর (রামচন্দ্রের) আশ্রমে গেলেন।

তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ॥ ৫২
জহার ভার্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্।

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**সঃ রাবণঃ** (সেই রাবণ)] ; **তেন মায়াবিনা [মারীচেন]** (সেই মায়াবী মারীচের সহায়তায়) ; **নৃপাত্মজৌ** (রাজকুমারদ্বয়কে) ; **দূরম্** (দূরে) ; **অপবাহ্য** (সরিয়ে দিয়ে) ; [বিঘ্নসৃষ্টিকারী] **গৃধ্রম্ জটায়ুষম্** (শকুনি জটায়ুকে) ; **হত্বা** (হত্যা করে) ; **রামস্য** (রামের) ; **ভার্যাম্** (স্ত্রীকে) ; **জহার** (হরণ করলো)।

বঙ্গানুবাদ—রাবণ মায়াবী মারীচের সহায়তায় রাজকুমার দুজন রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করল এবং (এই অপকর্মের বাধা সৃষ্টিকারী) গৃধ্র জটায়ুকে হত্যা করল।

গৃধ্রং চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্॥ ৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রাঘবঃ** (রামচন্দ্র) ; **গৃধ্রম্** (শকুনিকে [জটায়ুকে]) ; **নিহতম্** (নিহত) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **মৈথিলীম্ চ** (এবং মিথিলারাজ তনয়া সীতাকে) ; **হৃতাম্** (অপহৃতা) ; **শ্রুত্বা** (শুনে) ; **আকুলেন্দ্রিয়ঃ** (ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হয়েছে এইরূপ অবস্থায়) ; **শোকসন্তপ্তঃ [সন্]** (শোকপীড়িত হয়ে) ; **বিললাপ** (বিলাপ করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ— রামচন্দ্র জটায়ুকে আহত (এবং পরে মৃত) দেখে (এবং তারই মুখ থেকে) সীতার অপহরণের কথা শুনে ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্ ॥ ৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ।
কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্ ॥ ৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (তারপর) ; **তেন এব শোকেন** (সেই শোকেই) ; [**রামঃ** (রাম)] ; **জটায়ুষম্ গৃধ্রম্** (জটায়ু নামক শকুনিকে) ; **দগ্ধ্বা** (দাহ করে) ; **বনে** (অরণ্যে) ; **সীতাম্** (সীতাকে) ; **মার্গমাণঃ** (অন্বেষণ করতে করতে) ; **কবন্ধম্ নামরূপেণ** (কবন্ধ নামে) ; **বিকৃতম্ ঘোরদর্শনম্** (বিকৃত ও ভয়ংকর দেখতে) ; **রাক্ষসম্** (রাক্ষসকে) ; **সন্দদর্শ হ** (দেখতে পেলেন) ; **মহাবাহুঃ** (বীর) ; [**রামঃ** (রাম)] ; **তম্ [কবন্ধম্]** (সেই কবন্ধকে) ; **নিহত্য** (হত্যা করে) ; **দদাহ** (দাহ করলেন) ; **সঃ [কবন্ধঃ]** (সেই কবন্ধ) ; **স্বর্গতঃ চ** (স্বর্গে গমন করল) [**স্বর্গগমনকালে** (স্বর্গে গমনের সময়)] ; **সঃ [কবন্ধঃ]** (সেই কবন্ধ) ; **চ অস্য** (তাঁকে [রামকে]) ; **কথয়ামাস** (বলেছিল) ; রাঘব ! (হে রাঘব [রামচন্দ্র]) ; [**ত্বম্** (আপনি !)] ; **ধর্মচারিণীম্** (ধর্মাচরণকারিণী) ; **ধর্মনিপুণাম্** (ধর্মশীলা) ; **শ্রমণাম্** (সন্ন্যাসিনী) ; **শবরীম্** (শবরীর নিকট) ; **অভিগচ্ছ ইতি** (গমন করুন)।

বঙ্গানুবাদ— অতঃপর শোকাকুল রামচন্দ্র জটায়ুর দাহকার্য সম্পন্ন করে বনে বনে সীতার অন্বেষণ করতে করতে কবন্ধ নামে এক বিকৃতরূপী রাক্ষসকে দেখে তাকে হত্যা করে দাহ করলেন, এবং সেই কবন্ধ তখন স্বর্গে গমন করল। স্বর্গে গমনকালে সে রামচন্দ্রকে বলেছিল, 'হে রাঘব ! আপনি ধর্মশীলা তপশ্চারিণী সন্ন্যাসিনী শবরীর আশ্রমে গমন করুন।'

সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥ ৫৭
শবর্যা পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ** (সেই) ; **মহাতেজাঃ** (মহাতেজস্বী) ; **শত্রুসূদনঃ** (শত্রুহন্তা) ; **দশরথাত্মজঃ** (দশরথতনয়) ; **রামঃ** (রামচন্দ্র) ; **শবরীম্ অভ্যগচ্ছৎ** (শবরীর নিকট গেলেন) ; **শবর্যা চ** (এবং শবরীর দ্বারা) ; **সম্যক্ পূজিতঃ** (সম্যক্‌রূপে অভ্যর্থিত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—মহাতেজস্বী শত্রুহন্তা দশরথতনয় রামচন্দ্র শবরীর আশ্রমে

গেলেন এবং শবরী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা ও পূজা করলেন।

পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ॥ ৫৮
হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**অতঃ সঃ রামঃ** (অতঃপর রামচন্দ্র)] ; **পম্পাতীরে** (পম্পা নামক সরোবরতীরে) ; **বানরেণ হনুমতা সঙ্গতঃ হ** (বানরজাতীয় হনুমানের সঙ্গে মিলিত হলেন) ; **হনুমৎ-বচনাৎ-চ-এব** (এবং হনুমানের কথা অনুসারেই) ; **সুগ্রীবেণ সমাগতঃ** (সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর রামচন্দ্র পম্পা নামক সরোবরের তীরে হনুমান নামক বানরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং হনুমানের কথানুসারেই সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংসদ্ রামো মহাবলঃ॥ ৫৯
আদিতস্তদ্ যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**মহাবলঃ রামঃ** (মহাবলশালী রামচন্দ্র) ; **সুগ্রীবায়** (সুগ্রীবের নিকট) ; **আদিতঃ** (প্রথম থেকে) ; **তৎসর্বম্** (সমস্ত ঘটনা) ; **বিশেষতঃ** (বিশেষ-ভাবে) ; **সীতায়াঃ চ যথাবৃত্তম্** (সীতার বৃত্তান্ত) ; **তৎ** (সেই সব কিছু) ; **শংসৎ** [**অশংসৎ**] (বর্ণনা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—মহাবলবান রামচন্দ্র সুগ্রীবের কাছে প্রথম থেকে সমস্ত ঘটনা বিশেষতঃ সীতার বৃত্তান্ত সবকিছু বর্ণনা করলেন।

সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ॥ ৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বানরঃ সুগ্রীবঃ চ অপি** (বানররাজ সুগ্রীবও) ; **রামস্য** (রামচন্দ্রের) ; **তৎ সর্বম্** (সেই সকল কথা) ; **শ্রুত্বা** (শ্রবণ করে) ; **প্রীতঃ চ এব** (প্রীত হয়ে) ; **রামেণ** (রামচন্দ্রের সঙ্গে) ; **অগ্নিসাক্ষিকম্ সখ্যম্** (অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বন্ধুত্ব) ; **চকার** (করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—বানররাজ সুগ্রীবও রামচন্দ্রের সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তাঁর (রামচন্দ্রের) সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি॥ ৬১
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্ দুঃখিতেন চ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (তখন) ; **প্রণয়াৎ** (প্রীতিবশতঃ) ; **বানররাজেন [সুগ্রীবেণ]** (বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক) ; **[বালিনা সহ স্বস্য** (বালীর সঙ্গে নিজের)] ; **বৈরানুকথনম্ প্রতি** (শত্রুতার বিষয়) ; **দুঃখিতেন চ** (দুঃখিত হয়ে) ; **রামায়** (রামচন্দ্রের নিকট) ; **সর্বম্** (সকল ঘটনা) ; **আবেদিতম্** (নিবেদন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন বানররাজ সুগ্রীব রামচন্দ্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ (বালীর সঙ্গে নিজেব) শত্রুতার সকল বিষয় দুঃখিতচিত্তে তাঁর (রামচন্দ্রের) নিকট নিবেদন করলেন।

প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি॥ ৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে॥ ৬৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তদা** (তখন) ; **বালিবধম্ প্রতি** (বালীকে হত্যা করার জন্য) ; **রামেণ চ** (রামচন্দ্র কর্তৃক) ; **প্রতিজ্ঞাতম্** (প্রতিজ্ঞা করা হল) ; **তত্র** (তখন) ; **বানরঃ [সুগ্রীবঃ]** (বানররাজ সুগ্রীব) ; **বালিনঃ চ** (বালীর) ; **বলম্** (বীর্যবত্তা) ; **কথয়ামাস** (বললেন) ; **[যতঃ** (যেহেতু)] ; **রাঘবে** (রাঘব রামচন্দ্রে) ; **বীর্যেণ** (বীরত্বে) ; **নিত্যম্ চ** (সর্বদাই) ; **শঙ্কিতঃ আসীৎ** (ভীত ছিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। বানররাজ সুগ্রীব তখন বালীর বীর্যবত্তার কথা (রামকে) জানালেন, কারণ সুগ্রীব রাঘব রামচন্দ্রের বীরত্বের বিষয়ে খুবই শঙ্কিত ছিলেন।

রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্॥ ৬৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রাঘব-প্রত্যয়ার্থম্ তু** (রাঘবের [বালীর বলবত্তা সম্বন্ধে] বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য) ; **সুগ্রীবঃ** (সুগ্রীব) ; **দুন্দুভেঃ** (দুন্দুভি নামক দৈত্যের) ; **মহাপর্বত-সন্নিভম্** (বিশাল পর্বত তুল্য) ; **উত্তমম্ কায়ম্** (বিশাল দেহ) ; **দর্শয়ামাস** (দেখালেন) ।

বঙ্গানুবাদ—(বালীর বীরত্ব সম্বন্ধে) রামচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সুগ্রীব (বালী কর্তৃক নিহত) দুন্দুভি নামক দৈত্যের মহান পর্বততুল্য বিশাল দেহটি দেখালেন।

উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্॥ ৬৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—মহাবাহুঃ (দীর্ঘবাহু) ; **মহাবলঃ** (মহাবলশালী) ; **[রামচন্দ্র] উৎস্ময়িত্বা** (উপহাসের হাসি হেসে) ; **অস্থি চ** ([দুন্দুভি দৈত্যের] অস্থিস্তূপ [হাড়গুলি]) ; **প্রেক্ষ্য** (দেখে) ; **পাদাঙ্গুষ্ঠেন** (পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা) ; **সম্পূর্ণম্ দশযোজনম্** (পুরাপুরি দশযোজন দূরে) ; **চিক্ষেপ** (নিক্ষেপ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—দীর্ঘবাহু মহাবলশালী রামচন্দ্র (দুন্দুভি দৈত্যের) অস্থিরাশি দেখে উপহাসের হাসি হেসে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো আঙুল) দিয়ে (ঠেলে) সেগুলি দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন।

বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা।
গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা॥ ৬৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—পুনঃ (আবার) ; **[সুগ্রীবস্য] প্রত্যয়ম্ জনয়ন্** (সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন করে) ; **তদা** (তখন) ; **একেন মহেষুণা [মহা-ইষুণা]** (একটি মাত্র বাণ দ্বারা) ; **সপ্ত তালান্** (সাতটি তালবৃক্ষ) ; **গিরিম্** (একটি পর্বত) ; **রসাতলম্ চ এব** (এবং রসাতলকে) ; **বিভেদ** (ভেদ করলেন) ।

বঙ্গানুবাদ—পুনরায় সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন করে একটিমাত্র বাণ দ্বারা সাতটি তালবৃক্ষ, একটি পর্বত এবং রসাতলকে ভেদ করলেন।

ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা॥ ৬৭

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (তখন) ; **তেন [কর্মণা]** (সেই কর্মহেতু) ; **সঃ মহাকপিঃ** (সেই মহাকপি [বানররাজ]) ; **বিশ্বস্তঃ** (বিশ্বাসী) ; **চ** (এবং) ; **প্রীতমনাঃ [অভবৎ]** (প্রসন্ন হয়েছিলেন) ; **তদা** (তারপর) ; **রামসহিতঃ** (রামচন্দ্রের সঙ্গে) ; **কিষ্কিন্ধ্যাম্ গুহাম্** (কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্তী গুহার কাছে) ; **জগাম** (গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন (শ্রীরামচন্দ্রের) সেই কর্ম দর্শন করে বানররাজ (সুগ্রীব, রামচন্দ্রের প্রতি) বিশ্বস্ত ও প্রসন্ন হয়েছিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের সঙ্গে তিনি কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্তী গুহার নিকট গমন করলেন।

ততোঽগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ॥ ৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ॥ ৬৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (তখন) ; **হেমপিঙ্গলঃ** (স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ) ; **হরিবরঃ** (বানরশ্রেষ্ঠ) ; **সুগ্রীবঃ** (সুগ্রীব) ; **অগর্জৎ** (গর্জন করতে লাগলেন) ; **তেন মহতা নাদেন** (সেই ভীষণ আওয়াজে) ; **হরীশ্বর** (বানররাজ বালী) ; **তদা** (তখন) ; **নির্জগাম** (নির্গত হলেন) ; **তারাম্ অনুমান্য** ([পত্নী] তারাকে আশ্বস্ত করে) ; **সুগ্রীবেণ সমাগতঃ** (সুগ্রীবের সঙ্গে [যুদ্ধে] প্রবৃত্ত হলেন) ; **তত্র** (সেখানে) ; **রাঘবঃ** (রামচন্দ্র) ; **একেন শরেণ** (একটি মাত্র বাণের দ্বারা) ; **এনম্** (তাঁকে [বালীকে]) ; **নিজঘান চ** (হত্যা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সেখানে (গুহার নিকটে) এসে স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব গর্জন করতে লাগলেন। সেই ভীষণ শব্দে বানররাজ বালী (স্বীয় পত্নী) তারাকে আশ্বস্ত করে (গুহা থেকে) নির্গত হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তখন রাঘব রামচন্দ্র একটিমাত্র বাণের দ্বারা তাঁকে (বালীকে) হত্যা করলেন।

ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥ ৭০

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (অতঃপর) ; **রাঘবঃ** (রামচন্দ্র) ; **সুগ্রীববচনাৎ** (সুগ্রীবের কথানুসারে) ; **আহবে** (যুদ্ধে) ; **বালিনম্** (বালীকে) ; **হত্বা** (হত্যা করে) ; **সুগ্রীবম্ এব** (সুগ্রীবকেই) ; **তদ্ রাজ্যে** (সেই রাজ্যে) ; **প্রত্যপাদয়ৎ** (প্রতিষ্ঠিত করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের কথানুসারে যুদ্ধে বালীকে হত্যা করে সুগ্রীবকেই সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্॥ ৭১

অন্বয় ও শব্দার্থ—সঃ চ **বানরর্ষভঃ** (সেই বানরশ্রেষ্ঠ [সুগ্রীব]) ; **সর্বান্ বানরান্** (সকল বানরকে) ; **সমানীয়** (একত্র করে) ; **জনকাত্মজাম্**

(জনকরাজতনয়া সীতাকে) ; **দিদৃক্ষুঃ** (অন্বেষণ করতে) ; **দিশঃ** (চতুর্দিকে) ; **প্রস্থাপয়ামাস** (প্রেরণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন বানররাজ সুগ্রীব বানরগণকে একত্র করে সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে প্রেরণ করলেন।

ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতে-র্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্॥ ৭২

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (অতঃপর) ; **গৃধ্রস্য সম্পাতেঃ বচনাৎ** (শকুনি সম্পাতির [জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার] কথানুসারে) ; **বলী হনুমান্** (বলবান্ হনুমান্) ; **শতযোজনবিস্তীর্ণম্** (একশত যোজন বিস্তৃত) ; **লবণার্ণবম্** (লবণসমুদ্র) ; **পুপ্লুবে** (অতিক্রম করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর (জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) সম্পাতি নামক গৃধ্রের নির্দেশে বলবান হনুমান শতযোজন বিস্তৃত লবণসমুদ্র অতিক্রম করলেন।

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্॥ ৭৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—তত্র (সেখানে) ; **রাবণপালিতাম্** (রাবণের দ্বারা সুসজ্জিতা) ; **লঙ্কাম্ পুরীম্** (লঙ্কা নগরীতে) ; **সমাসাদ্য** (উপস্থিত হয়ে) ; **অশোকবনিকাম্ গতাম্** (অশোককাননে উপবিষ্টা) ; **ধ্যায়ন্তীম্** ([রামচন্দ্রের] ধ্যানে নিরতা) ; **সীতাম্** (সীতাকে) ; **দদর্শ** (দেখতে পেলেন) ।

বঙ্গানুবাদ—সেখানে রাবণের দ্বারা সুসজ্জিতা লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হয়ে অশোকবনে (রামচন্দ্রের) ধ্যানে নিরতা সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন।

নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্॥ ৭৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বৈদেহীম্** (বিদেহরাজ তনয়া সীতার নিকট) ; **প্রবৃত্তিম্ বিনিবেদ্য** (উপস্থিতির কারণ নিবেদন করে) ; **অভিজ্ঞানম্ চ নিবেদয়িত্বা** (এবং [রামচন্দ্রের] স্মারকচিহ্ন দেখিয়ে) ; **সমাশ্বাস্য** (আশ্বস্ত করে) ; **তোরণম্ চ** (প্রবেশ দ্বার) ; **মর্দয়ামাস** (বিধ্বস্ত করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(হনুমান) বৈদেহীর নিকট নিজের আগমনের কারণ, রামের সংবাদ নিবেদন করে এবং রামচন্দ্রের স্মারকচিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয় দেখিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন ; পরে (লঙ্কা নগরীর) প্রবেশ দ্বারটি বিধ্বস্ত করলেন।

পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ॥ ৭৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—পঞ্চ (পাঁচজন) ; **সেনা-অগ্রগান্** (সেনাপতিদিগকে) ; **সপ্ত** (সাতজন) ; **মন্ত্রিসুতান্ অপি** (মন্ত্রিপুত্রগণকেও) ; **হত্বা** (হত্যা করে) ; **শূরম্ অক্ষম্ চ** (বীর অক্ষকেও) ; **নিষ্পিষ্য** (নিষ্পিষ্ট করে) ; [**স্বয়ম্** (নিজে)] ; **গ্রহণম্** (বন্ধন) ; **সম্ উপাগমৎ** (গ্রহণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—(পরে হনুমান) পাঁচজন সেনাপতিকে ও সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে এবং অক্ষ নামক বীর রাক্ষসকে নিষ্পিষ্ট করে (পিষে ফেলে) নিজে স্বেচ্ছায় বন্ধন গ্রহণ করলেন।

অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্ বরাৎ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া॥ ৭৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—পৈতামহাৎ বরাৎ (পিতামহ [ব্রহ্মা থেকে] প্রাপ্ত বর হেতু) ; **আত্মানম্** (নিজেকে) ; **অস্ত্রেণ উন্মুক্তম্** (অস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **বীরঃ** (বীর [হনুমান্]) ; **তান্** (সেই) ; **যন্ত্রিণঃ রাক্ষসান্** (বন্ধনকারী রাক্ষসদের প্রতি) ; **যদৃচ্ছয়া** (স্বেচ্ছায়) ; **মর্ষয়ন্ [অভবৎ]** (সহনশীল হলেন) ।

বঙ্গানুবাদ— পিতামহ ব্রহ্মার বরে নিজেকে সকল অস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত জেনেও বীর (হনুমান) সেই বন্ধনকারী রাক্ষসদের প্রতি স্বেচ্ছায় সহনশীল হলেন (তাদের ক্ষমা করলেন)।

ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ॥ ৭৭

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (তারপর) ; **মহাকপিঃ** (মহান্ বানর [হনুমান্]) ; **মৈথিলীম্ সীতাম্ ঋতে** (মিথিলা রাজতনয়া সীতা ব্যতীত) ; **লঙ্কাম্ পুরীম্ চ** (লঙ্কানগরী) ; **দগ্ধ্বা** (দগ্ধ করে) ; **রামায় প্রিয়ম্ আখ্যাতুম্** (রামচন্দ্রকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য) ; **পুনঃ আয়াৎ** (আবার ফিরে এলেন)।

বঙ্গানুবাদ— অতঃপর মহাকপি হনুমান মৈথিলী সীতা ব্যতীত (সীতার বন্দীশালা বাদে) সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে রামচন্দ্রকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পুনরায় (কিষ্কিন্ধ্যায়) প্রত্যাবর্তন করলেন।

সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ॥ ৭৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—অমেয়াত্মা (অপরিমিত বুদ্ধিশালী) ; **সঃ [হনুমান্]** (তিনি [হনুমান্]) ; **মহাত্মানম্ রামম্ অভিগম্য** (মহাত্মা রামের নিকট গিয়ে) ; **প্রদক্ষিণম্ চ কৃত্বা** (এবং [তাঁকে] প্রদক্ষিণ করে) ; **তত্ত্বতঃ** (সত্য সত্যই) ; **সীতা দৃষ্টা** (সীতা দৃষ্টা হয়েছেন) ; **ইতি** (এই কথা) ; **ন্যবেদয়ৎ** (নিবেদন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ— অপরিমিত বুদ্ধিশালী হনুমান মহাত্মা রামের কাছে গিয়ে এবং তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নিবেদন করলেন, 'সীতা সত্য সত্যই দৃষ্টা হয়েছেন' (আমি সত্যসত্যই সীতাকে দেখেছি)।

ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ॥ ৭৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (অতঃপর) ; **[রামঃ] সুগ্রীব-সহিতঃ** (সুগ্রীবের সঙ্গে) ; **মহোদধেঃ** (মহাসমুদ্রের) ; **তীরম্** (তীরে) ; **গত্বা** (গিয়ে) ; **আদিত্যসন্নিভৈঃ** (সূর্যের সমান তেজস্বী) ; **শরৈঃ** (বাণের দ্বারা) ; **সমুদ্রম্** (সমুদ্রকে) ; **ক্ষোভয়ামাস** (ক্ষুব্ধ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে মহাসাগরের তীরে গিয়ে সূর্যের ন্যায় প্রখর বাণ দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করলেন।

দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ॥ ৮০

অন্বয় ও শব্দার্থ— সরিতাম্ (নদীসমূহের) ; **পতিঃ** (প্রভু) ; **সমুদ্রঃ চ** (সমুদ্র) ; **আত্মানম্** (নিজেকে) ; **দর্শয়ামাস** (দেখালেন) ; **সমুদ্রবচনাৎ চ এব** (এবং সমুদ্রের কথানুসারে) ; **[রামঃ** (রামচন্দ্র)] ; **নলম্** (নলের দ্বারা) ; **সেতুম্** (সেতু) ; **অকারয়ৎ** (নির্মাণ করালেন)।

বঙ্গানুবাদ—সরিৎ-পতি সমুদ্র দেখা দিলেন। সমুদ্রের কথানুসারে (রামচন্দ্র) নলের দ্বারা (ভারত থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সমুদ্রের উপর) সেতু নির্মাণ করালেন।

তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ॥ ৮১

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **তেন [সেতুনা]** (সেই সেতুর সাহায্যে) ; **লঙ্কাম্ পুরীম্ গত্বা** (লঙ্কা পুরীতে গিয়ে) ; **আহবে** (যুদ্ধে) ; **রাবণম্** (রাবণকে) ; **হত্বা** (হত্যা করে) ; **সীতাম্ অনুপ্রাপ্য** (সীতাকে ফিরে পেয়ে) ; **পরাম্** (অত্যন্ত) ; **ব্রীড়াম্** (লজ্জা) ; **উপাগমৎ** (পেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সেই সেতুর সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গিয়ে যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে ফিরে পেলেন এবং পরে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন।

তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥ ৮২

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **তাম্ [সীতাম্]** (তাঁকে [সীতাকে]) ; **জনসংসদি** (জনসমক্ষে) ; **পরুষম্ [বাক্যম্] উবাচ** (কঠোর বাক্য বললেন) ; **অমৃষ্যমাণা** (মৃষা বা মিথ্যা কঠোর বাক্য অসহনশীলা) ; **সা সতী সীতা** (সেই সাধ্বী সীতা) ; **জ্বলনম্** (অগ্নিতে) ; **বিবেশ** (প্রবেশ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—রামচন্দ্র জনসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোর বাক্য বললেন। সেই মিথ্যা কঠোর বাক্য সহ্য করতে না পেরে সতী সাধ্বী সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
অগ্রহীদমলাং রামো বচনাচ্চ গুরোস্তদা।
কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৮৩
সদেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ॥ ৮৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (অতঃপর) ; **রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **অগ্নিবচনাৎ** (অগ্নিদেবের কথানুসারে) ; **সীতাম্** (সীতাদেবীকে) ; **বিগতকল্মষাম্** (পাপরহিতা) ; **অমলাম্ চ** (এবং কলঙ্কহীনা) ; **জ্ঞাত্বা** (জেনে) ; **তদা** (তখন) ; **গুরোঃ বচনাৎ চ** (এবং গুরুজনদের আজ্ঞায়) ; **অগ্রহীৎ** (গ্রহণ করলেন) । **মহাত্মনঃ রাঘবস্য** (মহাত্মা রাঘবের) ; **তেন মহতা কর্মণা** (সেই মহৎ কর্মের জন্য) ; **সচরাচরম্ ত্রৈলোক্যম্** (চরাচরসহ ত্রিলোকবাসীদের) ; **সদেবর্ষিগণম্ চ** (এবং দেবর্ষি-গণসহ সকলকে) ; **তুষ্টম্ [জ্ঞাত্বা]** (সন্তুষ্ট জেনে) ; **সদৈবতৈঃ চ পূজিতঃ** (দেবতাগণ দ্বারা পূজিত) ; **রামঃ** (রামচন্দ্র) ; **সম্প্রহৃষ্টঃ বভৌ** (আনন্দিত হলেন) ।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর রামচন্দ্র অগ্নিদেবের কথায় সীতাদেবীকে অপাপবিদ্ধা ও কলঙ্কহীনা জেনে, গুরুজনদের আজ্ঞায় তাঁকে (সীতাকে) গ্রহণ করলেন।

মহাত্মা রাঘবের (শ্রীরামচন্দ্রের) এই মহৎ কর্মের জন্য সচরাচর ত্রিলোকবাসী ও দেবর্ষিগণসহ সকলে সন্তুষ্ট হলেন। তখন দেবতাদের দ্বারা পূজিত রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট হলেন।

অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ॥ ৮৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তদা** (তখন) ; **রামঃ** (রামচন্দ্র) ; **লঙ্কায়াম্** (লঙ্কাতে) ; **রাক্ষসেন্দ্রম্ বিভীষণম্** (রাক্ষস শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে) ; **অভিষিচ্য [রাজ্যে]** (অভিষিক্ত করে) ; **কৃতকৃত্যঃ** (কৃতার্থ) ; **বিজ্বরঃ চ [সন্]** (এবং চিন্তাশূন্য হয়ে) ; **প্রমুমোদ হ** (সাতিশয় আনন্দিত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন রামচন্দ্র লঙ্কার (রাজ-সিংহাসনে) রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে অভিষিক্ত করে কৃতার্থ ও চিন্তাশূন্য হয়ে সাতিশয় প্রহৃষ্ট হলেন।

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ৮৬

অন্বয় ও শব্দার্থ— **রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **দেবতাভ্যঃ** (দেবতাদের নিকট থেকে) ; **বরম্** (আশীর্বাদ) ; **প্রাপ্য** (প্রাপ্ত হয়ে) ; **বানরান্ চ** (এবং বানরদের) ; **সমুত্থাপ্য** (উত্থিত করে) ; **সুহৃদ্‌বৃতঃ** সন্ (বন্ধুবর্গ পরিবৃত হয়ে) ; **পুষ্পকেণ** (পুষ্পক রথে করে) ; **অযোধ্যাম্ প্রস্থিতঃ** (অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের নিকট বর লাভ করে এবং বানরদের সঞ্জীবিত করে বন্ধুবর্গ পরিবৃত হয়ে পুষ্পকরথে চড়ে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বারামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকে রামো হনূমন্তং ব্যসর্জয়ৎ॥ ৮৭

অন্বয় ও শব্দার্থ— **ভরদ্বাজাশ্রমম্ গত্বা** (ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়ে) ; **আরামঃ** (আরামপ্রদানকারী) ; **সত্য-পরাক্রমঃ** (সত্যসন্ধ এবং পরাক্রমশালী) ; **রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **ভরতস্য অন্তিকে** (ভরতের নিকটে) ; **হনূমন্তম্** (হনুমানকে) ; **ব্যসর্জয়ৎ** (প্রেরণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সত্যসন্ধ, পরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র সকলকে বিশ্রাম দান করে (ভাই) ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করলেন।

পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা॥ ৮৮

অন্বয় ও শব্দার্থ— **তদা** (অতঃপর) ; **সুগ্রীবসহিতঃ** (সুগ্রীবের সঙ্গে) ; **আখ্যায়িকাম্** (অতীতের ঘটনাবলী) ; **জল্পন্** (আলাপ করতে করতে) ; **পুনঃ তৎ পুষ্পকম্** (পুনরায় সেই পুষ্পক রথেই) ; **সমারুহ্য** (আরোহণ করে) ; **নন্দিগ্রামম্ যযৌ** (নন্দিগ্রামে গমন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর সুগ্রীবের সঙ্গে অতীতের ঘটনাবলী আলোচনা করতে করতে সেই পুষ্পকযানেই আরোহণ করে নন্দিগ্রামে গমন করলেন।

নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯

অন্বয় ও শব্দার্থ— **অনঘঃ** (নিষ্পাপ) ; **রামঃ** (শ্রীরামচন্দ্র) ; **নন্দিগ্রামে জটাম্ হিত্বা** (নন্দিগ্রামে জটাভার পরিত্যাগ করে) ; **সীতাম্ অনুপ্রাপ্য** (সীতাদেবীকে প্রাপ্ত হয়ে) ; **ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ** (ভ্রাতৃগণের সঙ্গে) ; **রাজ্যম্ পুনঃ অবাপ্তবান্** (পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—নিষ্পাপ শ্রীরামচন্দ্র নন্দিগ্রামে ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জটাভার ত্যাগ করে সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ-ভয়বর্জিতঃ॥ ৯০
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ ৯১
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা॥ ৯২
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধান্যযুতানি চ॥ ৯৩
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**শ্রীরামস্য রাজ্যে** (শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে)] ; **লোকঃ** (জনগণ) ; **প্রহৃষ্টঃ** (আনন্দিত) ; **মুদিতঃ** (প্রীত) ; **তুষ্টঃ** (আহ্লাদিত) ; **পুষ্টঃ** (বলবান্) ; **সুধার্মিকঃ** (ধর্মপরায়ণ) ; **নিরাময়ঃ** (সুস্থ) ; **হি অরোগঃ** (নীরোগ) ; **দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ চ** (এবং দুর্ভিক্ষজনিত ভয় থেকে মুক্ত) ।

ক্বচিৎ (কখনও) ; **কেচিৎ পুরুষাঃ** (কোনও পুরুষ) ; **পুত্রমরণম্** (পুত্রের মৃত্যু) ; **ন দ্রক্ষ্যন্তি** (দেখবে না) ; **নার্যঃ** (নারীগণ) ; **নিত্যম্** (সর্বদাই) ; **অবিধবাঃ পতিব্রতাঃ চ** (বৈধব্যহীন এবং পতিপরায়ণা) ; **ভবিষ্যন্তি** (হবে)।

অগ্নিজম্ ভয়ম্ চ কিঞ্চিৎ ন (কোনরূপ অগ্নিজাত ভয় থাকবে না) ; **জন্তবঃ** (প্রাণীরা) ; **অপ্সু** (জলে) ; **ন মজ্জন্তি** (ডুবে যাবে না) ; **বাতজম্ ভয়ম্ চ কিঞ্চিৎ** (প্রবল বায়ু বা ঝড় থেকে কোনও ভয় থাকবে না) ; **তথা** (তদ্রূপ) ; **জ্বরকৃতম্ ন অপি** (জ্বর বা গাত্রতাপেরও ভয় থাকবে না)।

তত্র (সেখানে [রামরাজ্যে]) ; **ক্ষুৎ-ভয়ম্ চ অপি ন** (ক্ষুধার ভয়ও নেই) ; **তথা** (তদ্রূপ) ; **তস্কর-ভয়ম্ ন** (চোরের ভয়ও নেই) ; **নগরাণি রাষ্ট্রাণি চ** (নগর এবং রাষ্ট্রগুলি) ; **ধন-ধান্য-যুতানি চ** (ধনধান্যে সমৃদ্ধ থাকবে)।

যথা (যেরূপ) ; **কৃতযুগে** (সত্যযুগে) ; **তথা** (তদ্রূপ) ; **সর্বে** (সকলেই) ; **নিত্যম্** (সর্বদা) ; **প্রমুদিতাঃ** (আনন্দিত) [থাকবে] ।

বঙ্গানুবাদ—রামরাজ্যে জনগণ প্রসন্ন, সুখী, সন্তুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট, ধার্মিক এবং ব্যাধিমুক্ত হবে ; দুর্ভিক্ষের ভয় তাদের থাকবে না।

কোনও পুরুষ কখনও পুত্রের মৃত্যু দর্শন করবেন না ; নারীগণ হবেন অবিধবা ও পতিপরায়ণা।

কোনও প্রাণীরই অগ্নি ভয়, জলে ডুবে যাওয়ার ভয় বা ঝঞ্ঝার (প্রবল ঝড়ের) ভয় থাকবে না, এমনকি জ্বরের ভয়ও থাকবে না।

সেই রামরাজ্যে ক্ষুধার ভয় এবং চোরের ভয় থাকবে না। নগর এবং রাষ্ট্রগুলি ধনধান্যে সমৃদ্ধ থাকবে।

যেমন সত্যযুগে তদ্রূপ এই (ত্রেতাযুগেও রামরাজ্যে) সকলেই সদানন্দময় থাকবে।

অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ॥ ৯৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহযশাঃ॥ ৯৫

রাজবংশাঞ্চতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি॥ ৯৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—মহাযশাঃ রাঘবঃ (মহাকীর্তিমান্ রামচন্দ্র) ; **বহুসুবর্ণকৈঃ** (প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে) ; **অশ্বমেধশতৈঃ ইষ্ট্বা** (শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে) ; **বিধিপূর্বকম্** (শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে) ; **বিদ্বদ্ভ্যঃ** (বিদ্বানদের) ; **গবাম্ কোট্যযুতম্** (দশ সহস্র কোটি গাভী) ; **দত্ত্বা** (দান করে) ; **ধনম্ দত্ত্বা** (ধন দান করে) ; **শতগুণান্** (শত গুণে গুণান্বিত) ; **রাজবংশান্** (রাজবংশকে) ; **স্থাপয়িষ্যতি** (স্থাপনা করবেন) ; **অস্মিন্ লোকে** (এই সংসারে) ; **চাতুর্বর্ণ্যম্ চ** (চার বর্ণকে [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র]) ; **স্বে স্বে ধর্মে** (নিজ নিজ ধর্মে [কর্তব্যপালনে]) ; **নিযোক্ষ্যতি** (নিযুক্ত করবেন)।

বঙ্গানুবাদ— মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্র প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে বিদ্বানদের দশ সহস্র কোটি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের অসংখ্য ধন দান করে শতগুণে গুণান্বিত রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই সংসারে তিনি চাতুর্বর্ণ্যের লোকেদের নিজ নিজ ধর্মপালনে নিযুক্ত করবেন।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ ৯৭

অন্বয় ও শব্দার্থ—রামঃ (শ্রীরামচন্দ্র) ; **দশবর্ষ-সহস্রাণি** (দশ সহস্র বৎসর) ; **দশবর্ষশতানি চ** (এবং দশ শত বৎসর) [মোট এগার হাজার বৎসর] ; **রাজ্যম্ উপাসিত্বা** (রাজ্যের উপাসনা করে, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে রাজ্য পালন করে) ; **ব্রহ্মলোকম্** (ব্রহ্মলোকে) ; **প্রযাস্যতি** (প্রস্থান করবেন)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্র এইরূপে এগারো হাজার বছর ধর্মের সঙ্গে রাজ্য পালন করে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করবেন।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৯৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—যঃ (যিনি) ; **ইদম্** (এই) ; **পবিত্রম্** (পবিত্র) ; **পাপঘ্নম্** (পাপনাশক) ; **বেদৈঃ চ সম্মিতম্ পুণ্যম্** (বেদের ন্যায় পবিত্র) ; **রামচরিতম্** (রামচরিত) ; **পঠেৎ** (পাঠ করবেন) ; **[সঃ** (তিনি)] ; **সর্বপাপৈঃ** (সকল প্রকার

পাপ থেকে) ; **প্রমুচ্যতে** (মুক্ত হবেন)।

বঙ্গানুবাদ— যিনি বেদের ন্যায় পবিত্র, পুণ্যজনক এবং পাপনাশক এই রামচরিত পাঠ করবেন, তিনি সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ৯৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—**এতৎ** (এই) ; **আয়ুষ্যম্** (আয়ু-বর্ধক) ; **রামায়ণম্ আখ্যানম্** (রামায়ণ কথা) ; **পঠন্** (পাঠকারী) ; **নরঃ** (ব্যক্তি) ; **সপুত্রপৌত্রঃ** (পুত্রপৌত্র-সহ) ; **সগণঃ** (আত্মীয়বর্গসহ) ; **প্রেত্য** ([ইহলোক থেকে] প্রস্থান করে) ; **স্বর্গে** (স্বর্গলোকে) ; **মহীয়তে** (প্রতিষ্ঠিত হবেন)।

বঙ্গানুবাদ— আয়ুবর্ধক এই রামায়ণ কাহিনী যে ব্যক্তি (শ্রদ্ধা সহকারে) পাঠ করবেন তিনি পুত্র-পৌত্র এবং আত্মীয়বর্গসহ ইহলোক থেকে প্রস্থান করে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াজ্জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০০

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**এতৎ রামায়ণম্** (এই রামায়ণ)] ; **পঠন্** (পাঠকারী) ; **দ্বিজঃ** (ব্রাহ্মণ) ; **বাক্ ঋষভত্বম্ ঈয়াৎ** (শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন [বাক্=শাস্ত্র, ঋষভত্বম্=শ্রেষ্ঠত্ব, ঈয়াৎ=প্রাপ্ত হবেন]) ; **ক্ষত্রিয়ঃস্যাৎ** (ক্ষত্রিয় হলে) ; **ভূমিপতিত্বম্** (রাজ্যের আধিপত্য) ; **ঈয়াৎ** (লাভ করবেন) ; **বণিক্-জনঃ** (বণিক্ তথা বৈশ্য) ; **পণ্যফলত্বম্** (বাণিজ্যের সুফল) ; **ঈয়াৎ** (লাভ করবেন) ; **জনঃ চ** (এবং কোনও ব্যক্তি) ; **শূদ্রঃ অপি** (শূদ্র হলেও) ; **মহত্ত্বম্** (মহত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠা) ; **ঈয়াৎ** (প্রাপ্ত হবেন)।

বঙ্গানুবাদ—এই রামায়ণ-পাঠের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবেন, ক্ষত্রিয় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করবেন, বণিক তথা বৈশ্য বাণিজ্যে সাফল্য এবং সাধারণ শূদ্রজন (সংসার জীবনে) প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হবেন।

———○———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত॥ ১॥

———○———

দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ

(রামায়ণ কাব্যের সূচনা—বাল্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা, তমসা তীরে ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে ক্রৌঞ্চের হত্যা দর্শনে শোকার্ত বাল্মীকি কর্তৃক ব্যাধকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের দ্বারা অভিশাপ প্রদান এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বাল্মীকিকে রামচরিত কাব্য লেখার উপদেশ)

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্॥ ১

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বাক্যবিশারদঃ** (সুবক্তা) ; **ধর্মাত্মা** (পরম ধার্মিক) ; [**বাল্মীকিঃ**] **নারদস্য তু তদ্ বাক্যম্ শ্রুত্বা** (নারদের সেই কথা শ্রবণ করে) ; **সহশিষ্যঃ** (শিষ্যদের সঙ্গে) ; **মহামুনিম্** (মহামুনি [নারদকে]) ; **পূজয়ামাস** (অর্চনা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—বাণী-বিশারদ ধর্মাত্মা (বাল্মীকি) নারদের মুখে সেই কাহিনী (রামচরিত) শ্রবণ করে শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে মহামুনি নারদের অর্চনা করলেন।

যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছ্যৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্॥ ২

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তথা** (অনন্তর) ; **তেন** [**বাল্মীকিনা**] (তাঁর দ্বারা) ; **যথাবৎ** (যথাবিধি) ; **পূজিতঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ** (দেবর্ষি নারদ পূজিত হয়ে) ; **আপৃচ্ছ্য** ([বিদায়] প্রার্থনা করে) ; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ এব** (অনুমতি লাভ করেই) ; **বিহায়সা** (আকাশ পথে) ; **জগাম** (চলে গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাঁর দ্বারা (মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক) যথাবিধি পূজিত হয়ে দেবর্ষি নারদ বিদায় প্রার্থনা করলেন এবং (বাল্মীকির) অনুমতি নিয়ে আকাশপথে চলে গেলেন।

স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসা তীরং জাহ্নব্যাস্ত্বিদূরতঃ॥ ৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তস্মিন্** [**নারদে**] (সেই নারদ) ; **দেবলোকম্ গতে** (দেবলোকে চলে গেলে) ; **তদা** (অতঃপর) ; **সঃ মুনিঃ** (সেই মুনি

[বাল্মীকি]) ; **মুহূর্তম্** (মুহূর্তকাল পরেই) ; **জাহ্নব্যাঃ তু অবিদূরতঃ** (জাহ্নবী [গঙ্গা] থেকে অধিক দূর নয়, অর্থাৎ নিকটে) ; **তমসাতীরম্ জগাম** (তমসানদীর তীরে গেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—দেবর্ষি নারদ দেবলোকে চলে গেলে মহর্ষি বাল্মীকি মুহূর্তকাল পরেই গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে গেলেন।

স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্॥ ৪
অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা॥ ৫
নস্যতাং কলশস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্॥ ৬

অন্বয় ও শব্দার্থ— **সঃ তু মুনিঃ** (সেই মুনি) ; **তমসায়াঃ তীরম্ সমাসাদ্য** (তমসানদীর তীরে এসে) ; **তদা** (তখন) ; **তীর্থম্ অকর্দমম্ দৃষ্ট্বা** (সেই তীর্থকে [জলে অবতরণের ঘাটকে] কর্দমহীন দেখে) ; **পার্শ্বে স্থিতম্ শিষ্যম্ আহ** (পার্শ্বে অবস্থিত শিষ্যকে বললেন) ; **ভরদ্বাজ** (হে ভরদ্বাজ !) ; **নিশাময়** (দেখ) ; **ইদম্ তীর্থম্** (এই তীর্থ) ; **অকর্দমম্** (কর্দমহীন) ; **যথা** (যেমন) ; **সন্মনুষ্যমনঃ** (সাধু ব্যক্তির মন) ; **[তথৈব** (সেইরূপ)] ; **অম্বু** (জল) ; **রমণীয়ম্ প্রসন্নম্** (সুন্দর স্বচ্ছ) ; **তাত** (হে বৎস !) ; **কলসঃ নস্যতাম্** (কলস রাখ) ; **মম বল্কলম্ দীয়তাম্** (আমার বল্কল দাও) ; **ইদম্ উত্তমম্ তমসা তীর্থম্ এব** (এই উত্তম তমসাতীর্থেই) ; **অবগাহিষ্যে** (অবগাহন স্নান [ডুব দিয়ে স্নান] করব)।

বঙ্গানুবাদ— মহর্ষি তমসানদীর তীরে এসে জলে অবতরণের ঘাটকে কর্দমহীন দেখে পার্শ্বে অবস্থিত শিষ্যকে বললেন, 'ভরদ্বাজ ! দেখ এই তীর্থ (ঘাট) কর্দমহীন, সাধু ব্যক্তির (সজ্জনের) মনের মতো স্বচ্ছ ও রমণীয় এর জল। হে বৎস ! কলস রাখ, আমার বল্কল দাও। এই উত্তম তমসাতীর্থেই (আমি) অবগাহন করব।

এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ॥ ৭

অন্বয় ও শব্দার্থ— মহাত্মনা বাল্মীকেন (মহাত্মা বাল্মীকি কর্তৃক) ; **এবম্ উক্তঃ** (এইরূপ কথিত হয়ে) ; **গুরোঃ নিয়তঃ** (গুরুর নিয়ম পরায়ণ [গুরুর আদেশ পালক]) ; **ভরদ্বাজঃ** (ভরদ্বাজ) ; **তস্য মুনেঃ** (সেই মুনির) ; **বল্কলম্** (বল্কলটি) ; **প্রাযচ্ছত** (দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—মহাত্মা বাল্মীকি কর্তৃক এইরূপ কথিত হয়ে গুরুসেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ বাল্মীকি মুনিকে তাঁর বল্কলটি দিলেন।

স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্বতো বিপুলং বনম্॥ ৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সঃ (সংযতেন্দ্রিয় সেই মুনি) ; **শিষ্যহস্তাৎ** (শিষ্যের হাত থেকে) ; **বল্কলম্ আদায়** (বল্কল বসনটি গ্রহণ করে) ; **তৎ বিপুলম্ বনম্** (সেই বিশাল বনটি) ; **পশ্যন্** (দেখতে দেখতে) ; **সর্বতঃ** (চারিদিকে) ; **বিচচার হ** (বিচরণ করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—জিতেন্দ্রিয় মুনি শিষ্যের হাত থেকে বল্কলবসনটি গ্রহণ করে সেই বিশাল বনের শোভা দেখতে দেখতে চারিদিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারুনিঃস্বনম্॥ ৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—তস্য [বনস্য] (সেই বনের) ; **অভ্যাসে** (সমীপে) ; **ভগবান্** (ভগবান বাল্মীকি) ; **অনপায়িনম্** (অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ) ; **চরন্তম্** (বিচরণকারী) ; **চারুনিঃস্বনম্** (মধুর কূজনরত) ; **ক্রৌঞ্চয়োঃ মিথুনম্** (ক্রৌঞ্চমিথুনকে [এক জোড়া ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীকে]) ; **দদর্শ** (দেখতে পেলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সেই বনের নিকটে ভগবান বাল্মীকি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বিচরণশীল ও মধুর কূজনরত এক ক্রৌঞ্চমিথুনকে (একটি ক্রৌঞ্চ ও একটি ক্রৌঞ্চীকে) দেখতে পেলেন।

তস্মাৎ তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ॥ ১০

অন্বয় ও শব্দার্থ—পাপনিশ্চয়ঃ (পাপকর্মা) ; **বৈরনিলয়ঃ** (শত্রুতা-পরায়ণ) ; [কশ্চিৎ (কোন এক)] ; **নিষাদঃ** (ব্যাধ) ; **তস্য** (তাঁর [মহর্ষি

বাল্মীকির]) ; **পশ্যতঃ** (সম্মুখে) ; **তস্মাৎ মিথুনাৎ** (সেই ক্রৌঞ্চমিথুন [ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী] থেকে) ; **একম্ পুমাংসম্** (পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে) ; **জঘান** (হত্যা করল)।

বঙ্গানুবাদ—তাঁর (মহর্ষি বাল্মীকির) দৃষ্টির সমক্ষেই পাপকর্মা (পশুদের প্রতি) সর্বদাই শত্রুতাপরায়ণ কোনও এক ব্যাধ সেই ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করল।

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্॥ ১১

অন্বয় ও শব্দার্থ—**শোণিতপারীতাঙ্গম্** (রক্তাক্ত দেহে) ; **নিহতম্** (নিহত) ; **তম্ তু** (তাকে [পতি ক্রৌঞ্চকে]) ; **মহীতলে** (ভূতলে) ; **চেষ্টমানম্** (বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে [পাখা ঝট্‌পট্ করতে]) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **ভার্যা** (স্ত্রী ক্রৌঞ্চী) ; **করুণম্ গিরম্** (করুণ স্বরে) ; **রুরাব** (রোদন করতে লাগল)।

বঙ্গানুবাদ—পতি ক্রৌঞ্চকে নিহত ও রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য (বাঁচবার জন্য) পাখা ঝট্‌পট্ করতে দেখে স্ত্রী ক্রৌঞ্চী করুণ স্বরে রোদন করতে লাগল।

বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ॥ ১২

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তাম্রশীর্ষেণ দ্বিজেন** (তাম্রবর্ণমস্তক-পক্ষিকর্তৃক) ; **সহচারিণা পতিনা** (সহচারী পতি কর্তৃক) ; **পত্রিণা সহিতেন মত্তেন** (পক্ষদ্বয় প্রসারিত করে মত্ত [কামোন্মত্ত] অবস্থায়) ; **তেন** (তার থেকে) ; **বিযুক্তা** (বিরহিতা হল)।

বঙ্গানুবাদ—তাম্রবর্ণ যার মস্তক, যে সহচারী পতি পক্ষদ্বয় প্রসারিত করে কামোন্মত্ত হয়ে (মিলিত হয়েছিল) সেই পতি থেকে বিযুক্তা হল।

তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত॥ ১৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—**নিষাদেন** (ব্যাধ কর্তৃক) ; **নিপাতিতম্** (নিহত) ; **তথাবিধম্** (তদ্রূপ) ; **দ্বিজম্** (পক্ষীটিকে) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **ধর্মাত্মনঃ** (ধর্মাত্মা) ; **তস্য ঋষেঃ** (সেই ঋষির) ; **কারুণ্যম্** (করুণা) ; **সমপদ্যত** (উপস্থিত হল)।

বঙ্গানুবাদ—ব্যাধ কর্তৃক নিহত পক্ষীটিকে সেই অবস্থায় দেখে ধর্মাত্মা ঋষির (হৃদয়) করুণায় পূর্ণ হল।

ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (তখন) ; **দ্বিজঃ** (ব্রাহ্মণ) ; **করুণবেদিত্বাৎ** (করুণায় অভিভূত হয়ে) ; **অয়ম্ অধর্মঃ ইতি [মত্বা]** (ইহা অধর্ম এই মনে করে) ; **ক্রৌঞ্চীম্** (ক্রৌঞ্চীকে) ; **রুদতীম্ নিশাম্য** (বিলাপ করতে দেখে) ; **ইদম্ বচনম্** (এই কথা) ; **অব্রবীৎ** (বললেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন করুণায় অভিভূত ব্রাহ্মণ (মহর্ষি বাল্মীকি) ক্রৌঞ্চীকে বিলাপ করতে দেখে, এটা অধর্ম (অন্যায়), এই মনে করে বললেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—**নিষাদ** (হে ব্যাধ !) ; **যৎ** (যেহেতু) ; **কামমোহিতম্** (কামমুগ্ধ) ; **ক্রৌঞ্চমিথুনাৎ একম্** (ক্রৌঞ্চমিথুনের থেকে একটিকে) ; **অবধীঃ** (হত্যা করেছ) ; **[অতঃ** (সেইহেতু)] ; **ত্বম্** (তুমি) ; **শাশ্বতীঃ সমাঃ** (চিরকাল) ; **প্রতিষ্ঠাম্** (সংসার জীবনে শান্তি) ; **মা অগমঃ** (লাভ করবে না) ।

বঙ্গানুবাদ—হে ব্যাধ ! যেহেতু তুমি প্রেমনিবেদনরত ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে একটিকে হত্যা করেছ, সেইহেতু তুমি সংসার জীবনে নিরন্তর শান্তি (প্রতিষ্ঠা) পাবে না।

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥ ১৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তস্য শকুনেঃ বীক্ষতঃ** (সেই শকুনিকে [পক্ষীকে] দেখে) ; **ইত্থম্ ব্রুবতঃ** (এইরূপ উচ্চারণকারী) ; **তস্য** (তাঁহার) ; **হৃদি** (হৃদয়ে) ; **চিন্তা বভূব** (চিন্তা উচিত হল) ; **শোকার্তেন ময়া** (শোকার্ত আমা-কর্তৃক) ; **কিম্ ইদম্ ব্যাহৃতম্** (এ কি উক্ত হল) !

বঙ্গানুবাদ—সেই (শোকার্ত) পক্ষীকে দেখে এইরূপ বলার পর তাঁর মনে

চিন্তা উদিত হল—শোকার্ত হয়ে আমি এ কি বললাম !

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।
শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ॥ ১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ ১৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ মতিমান্** (সেই বিদ্বান্) ; **মহাপ্রাজ্ঞঃ** (মহাজ্ঞানী) ; **মুনিপুঙ্গবঃ** (মুনিশ্রেষ্ঠ) ; **চিন্তয়ন্** (চিন্তা করে) ; **মতিম্ চকার** (বুদ্ধি স্থির করলেন) ; **শিষ্যম্ চ** (এবং শিষ্যকে) ; **ইদম্ বাক্যম্ অব্রবীৎ** (এই কথা বললেন) ; **শোকার্তস্য মে প্রবৃত্তঃ** (শোকে কাতর আমা কর্তৃক উচ্চারিত) ; **পাদবদ্ধঃ** (পদে বিন্যস্ত) ; **অক্ষরসমঃ** (সমান অক্ষরযুক্ত [আটটি করে অক্ষর] যুক্ত) ; **তন্ত্রীলয়-সমন্বিতঃ** (তন্ত্রী [বীণা] ও লয় [বাদ্যের তাল] সমন্বিত [গীতযোগ্য]) ; **শ্লোকঃ ভবতু** (শ্লোক নামে অভিহিত হোক [পক্ষীর শোক দৃষ্টে মুনি হৃদয়ের শোক থেকে উদ্ভূত বলে শ্লোক]) ; **ন অন্যথা** (অন্য কিছু নয়)।

বঙ্গানুবাদ—বিদ্বান মহাজ্ঞানী সেই মুনিশ্রেষ্ঠ চিন্তা করে স্থির নিশ্চয় হয়ে শিষ্যকে (ভরদ্বাজকে) বললেন—বৎস ! শোকে কাতর হয়ে আমি সমান অক্ষর সমন্বিত ও পাদে বিন্যস্ত (চারিটি পাদ ও প্রতিপাদে আটটি করে অক্ষর সমন্বিত), বীণা ও বাদ্যের (পাখোয়াজ ইত্যাদির) সুর ও তালে গীতযোগ্য, যে বাণী উচ্চারণ করলাম, তা শ্লোক[১] নামে অভিহিত হবে।

---

[১]**ছন্দোবদ্ধোভবেৎকাব্যম্**— কোনও কথা ছন্দোময় হলেই তা কাব্য হয়। সংস্কৃতে **ছন্দঃ অক্ষর** ও **মাত্রা** অনুসারে হয়। ছন্দঃ শাস্ত্রে একটি স্বরকে একটি **অক্ষর** বলে, একটি স্বরের সঙ্গে এক বা একাধিক ব্যঞ্জন যুক্ত হলেও তা একটি অক্ষর হবে। যেমন—'**অ**' একটি অক্ষর, আবার '**অচ্**' একটি অক্ষর, কক্ষ শব্দে দুটি অক্ষর (ক-ক্ষ)। তাই **রামঃ** পদে দুই অক্ষর—**রা, মঃ**। অক্ষর আবার লঘু ও গুরু ভেদে দুপ্রকার —**হ্রস্বস্বরকে লঘুস্বর** এবং দীর্ঘস্বরকে **গুরুস্বর** বলে। একটা স্বরবর্ণের উচ্চারণে যতটা সময় লাগে তাকে বলে **মাত্রা**। লঘুস্বরের উচ্চারণে **এক মাত্রা** (উচ্চারণে অল্প সময়) এবং গুরুস্বরের উচ্চারণে **দুই মাত্রা** (লঘুস্বরের উচ্চারণ অপেক্ষা দ্বিগুণ সময়)।

শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্।
প্রতিজগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ॥ ১৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**এবম্** (এই বিষয়)] ; **ব্রুবতঃ** (বললে) ; **তস্য মুনেঃ** (সেই মুনির) ; **অনুত্তমম্ বাক্যম্** (অত্যুত্তম বাক্যকে) ; **শিষ্যঃ তু সন্তুষ্টঃ** (শিষ্য সন্তুষ্ট [প্রফুল্লিত] চিত্তে) ; **প্রতিজগ্রাহ** (প্রতিগ্রহণ করলেন) ; [**এবং**] **তস্য** (সেই শিষ্যের প্রতি) ; **মুনিঃ তুষ্টঃ অভবৎ** (মুনি সন্তুষ্ট হলেন)।

বঙ্গানুবাদ— শিষ্য (ভরদ্বাজ) মুনির অত্যুত্তম বাক্যকে প্রফুল্লিত চিত্তে গ্রহণ করলেন, এবং মুনিও শিষ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।

সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ॥ ২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ॥ ২১

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (অতঃপর) ; **সঃ মুনিঃ** (সেই মুনি [মহর্ষি বাল্মীকি]) ; **তস্মিন্ তীর্থে** (সেই [তমসা] তীর্থে) ; **যথাবিধি অভিষেকম্ কৃত্বা**

সংস্কৃত কবিতাকে **শ্লোকে** বলে। প্রতিটি শ্লোকে চারটি করে পাদ থাকে (**পদ্যং চতুষ্পদী**)। শ্লোকে চারভাগের একভাগের নাম **পাদ** (**মাতৃকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে**)। শ্লোকচ্ছন্দে বা অনুষ্টুভ্ ছন্দে **প্রতিপাদে আটটি** করে অক্ষর থাকবে। প্রতি পাদের শেষে **যতি** হবে, বা ক্ষণকাল থামতে হবে। ছন্দঃ নির্ণয়কালে লঘুস্বরের চিহ্ন (।), গুরুস্বরের চিহ্ন (s) এবং যতি চিহ্ন (/)।

শ্লোক পড়ার নিয়ম—

```
। s   s s। ।।s  /  । s s   s । s   । ।  /
তপঃ  স্বাধ্যায়নিরতং  /  তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।  /
১ ২   ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮    ১ ২ ৩   ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

s । s   । । s s ।  /  s s s । । s । ।  /
নারদং  পরিপপ্রচ্ছ  /  বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্ ॥  /
১ ২ ৩   ৪ ৫ ৬ ৭ ৮    ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
```

অনুস্বর (ং) এবং বিসর্গ (ঃ) যুক্ত অক্ষর এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব অক্ষরও গুরু (s) হবে।

(বিধিপূর্বক স্নানক্রিয়া সমাপন করে) ; **তম্ এব অর্থম্ চিন্তয়ন্ বৈ** (সেই বিষয়ের অর্থ চিন্তা করতে করতে) ; **উপাবর্তত** (প্রত্যাবর্তন করলেন) ; **ততঃ** (তখন) ; **বিনীতঃ শ্রুতবান্ শিষ্যঃ ভরদ্বাজঃ** (বিনয়ী ও শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ভরদ্বাজ) ; **পূর্ণম্ কলসম্ আদায়** (জলপূর্ণ কলস নিয়ে) ; **গুরোঃ** (গুরুর) ; **পৃষ্ঠতঃ** (পশ্চাৎ) ; **অনুজগাম হ** (অনুগমন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর মহর্ষি সেই তমসা তীর্থে বিধিপূর্বক স্নানক্রিয়া সমাপন করে তাঁর উচ্চারিত শ্লোকের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন। বিনয়ী ও শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস নিয়ে গুরুকে অনুসরণ করলেন।

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ।
উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ॥ ২২

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ ধর্মবিৎ** (সেই ধর্মজ্ঞ [ঋষি]) ; **শিষ্যেণ সহ** (শিষ্যের সঙ্গে) ; **আশ্রমপদম্ প্রবিশ্য** (আশ্রমে প্রবেশ করে) ; **উপবিষ্টঃ** (উপবিষ্ট হয়ে) ; **ধ্যানম্ আস্থিতঃ** (ধ্যানস্থ হলেন) ; **অন্যাঃ কথাঃ চ চকার** (এবং অন্যান্য কথা বলতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে উপবিষ্ট হয়ে (তাঁর উচ্চারিত শ্লোক বিষয়ে) ধ্যানস্থ হলেন ; (পরে ধ্যানোত্থিত হয়ে) অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্॥ ২৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ততঃ** (অতঃপর) ; **মহাতেজাঃ** (অতীব তেজঃসম্পন্ন) ; **চতুর্মুখঃ** (চতুর্মুখ বিশিষ্ট) ; **লোককর্তা** (ত্রিলোকস্রষ্টা) ; **স্বয়ম্ প্রভুঃ ব্রহ্মা** (পরমেশ্বর ব্রহ্মা নিজে) ; **তম্ মুনিপুঙ্গবম্** (সেই মুনিপ্রবরকে) ; **দ্রষ্টুম্ আজগাম** (দর্শন করতে এলেন)।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর জগৎস্রষ্টা মহাতেজস্বী চতুরানন পরমেশ্বর ব্রহ্মা সেই মুনিপ্রবরকে দর্শন করতে এলেন।

বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্‌যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ॥ ২৪

অন্বয় ও শব্দার্থ— **অথ** (তখন) ; **বাল্মীকিঃ** (মহর্ষি বাল্মীকি) ; **সহসা** (অকস্মাৎ) ; **তম্** (তাঁকে) ; **দৃষ্ট্বা** (দেখে) ; **পরমবিস্মিতঃ [সন্]** (অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে) ; **প্রযতঃ ভূত্বা** (সংযত হয়ে) ; **বাগ্‌যতঃ** (মৌনভাবে) ; **উত্থায়** (উত্থিত হয়ে) ; **প্রাঞ্জলিঃ তস্থৌ** (করজোড়ে অবস্থান করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—মহর্ষি বাল্মীকি অকস্মাৎ তাঁকে (পিতামহ ব্রহ্মাকে) দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সংযত হয়ে মৌনভাবে করজোড়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্॥ ২৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—**নিরাময়ম্ চ এব পৃষ্ট্বা** (কুশল জিজ্ঞাসা করে) ; **তম্ দেবম্** (সেই দেবতাকে [ব্রহ্মাকে]) ; **বিধিবৎ** (যথাবিধি) ; **প্রণম্য** (প্রণাম করে) ; **পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন-বন্দনৈঃ** (পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দান দ্বারা বন্দনা করে) ; **চ এনম্** (তাঁকে) ; **পূজয়ামাস** (পূজা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তিনি (মহর্ষি বাল্মীকি) ভগবান ব্রহ্মাকে বিধিবৎ প্রণাম করে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দান ও বন্দনা দ্বারা তাঁর পূজা করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ॥ ২৬

অন্বয় ও শব্দার্থ—**অথ** (তখন) ; **ভগবান্** (ভগবান ব্রহ্মা) ; **পরমার্চিতে আসনে** (উত্তম আসনে) ; **উপবিশ্য** (উপবেশন করে) ; **বাল্মীকয়ে ঋষয়ে চ** (মহর্ষি বাল্মীকিকেও) ; **ততঃ** (অতঃপর) ; **আসনম্ সন্দিদেশ** (আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন)।

বঙ্গানুবাদ—তখন ভগবান ব্রহ্মা উত্তম আসনে উপবেশন করে মহর্ষি বাল্মীকিকেও আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে।
উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে॥ ২৭
তদ্‌গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।
পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা॥ ২৮
যৎ তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।

শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ॥ ২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।

অন্বয় ও শব্দার্থ—ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ (ব্রহ্মার আজ্ঞায়) ; **সঃ অপি** (সেই বাল্মীকিও) ; **আসনে উপাবিশৎ** (আসনে উপবেশন করলেন) ; **তদা** (তখন) ; **লোকপিতামহে** (লোকপিতামহ ব্রহ্মা) ; **তস্মিন্ [আসনে] উপবিষ্টে** (বাল্মীকি প্রদত্ত সেই আসনে উপবিষ্ট হলে) ; **বাল্মীকিঃ সাক্ষাৎ তদ্‌গতেন এব মনসা** (বাল্মীকি ব্রহ্মার সম্মুখেই তদ্‌গত মনে) ; **ধ্যানম্ আস্থিতঃ** (ধ্যানস্থ হয়ে [চিন্তা করতে লাগলেন]) ; **পাপাত্মনা বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা** (পাপাত্মা শত্রুস্বভাব ব্যাধ কর্তৃক) ; **কষ্টম্ কৃতম্** (অত্যন্ত দুঃখজনক কার্য করা হয়েছে) ; **যৎ অকারণাৎ** (বিনা কারণে) ; **তাদৃশম্ চারুরবম্ ক্রৌঞ্চম্ হন্যাৎ** (সেই শ্রুতিমধুর কূজনরত ক্রৌঞ্চকে হত্যা করেছে) ; **[ইতি] শোচন্ এব** (এইরূপ অনুশোচনা করতে করতে) ; **পুনঃ অন্তর্গতমনাঃ ভূত্বা** (পুনরায় ধ্যানমগ্ন হয়ে) ; **ক্রৌঞ্চীম্ শোকপরায়ণঃ [সন্]** (ক্রৌঞ্চীর শোকে শোকগ্রস্ত হয়ে) ; **ইমম্ উপশ্লোকম্ জগৌ** (সেই শ্লোকটি আবার উচ্চারণ করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মার আজ্ঞায় বাল্মীকি আসনে উপবেশন করলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা (বাল্মীকি প্রদত্ত) আসনে উপবিষ্ট হলে তাঁর সম্মুখেই বাল্মীকি তদ্‌গত অন্তরে ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—পাপাত্মা শত্রুস্বভাব ব্যাধ কি দুঃখজনক কাজই না করেছে! বিনা কারণে সে সেই শ্রুতিসুখকর মধুর কূজনরত ক্রৌঞ্চকে হত্যা করেছে। এইরূপে অনুশোচনা করতে করতে পুনরায় ক্রৌঞ্চীর শোকে ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই পূর্বোচ্চারিত শ্লোকটি আবার উচ্চারণ করলেন।

তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপঙ্গবম্॥ ৩০
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী॥ ৩১

অন্বয় ও শব্দার্থ—ততঃ (তখন) ; **ব্রহ্মা প্রহসন্ তম্ মুনিপুঙ্গবম্ উবাচ** (ব্রহ্মা হাসতে হাসতে সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে বললেন) ; **ব্রহ্মন্! মৎ-ছন্দাৎ এব** (হে ব্রহ্মজ্ঞ! আমার ইচ্ছানুসারেই) ; **তে ইয়ম্ সরস্বতী প্রবৃত্তা** (তোমাতে এই বাণী উদ্‌গতা হয়েছে) ; **অয়ম্ বদ্ধঃ শ্লোকঃ এব অস্তু** (এই ছন্দোবদ্ধ পদ শ্লোকনামেই অভিহিত

হবে) ; **অত্র বিচারণা ন কার্যা** (এই বিষয়ে কোনও বিচারের প্রয়োজন নেই)।

বঙ্গানুবাদ—তখন ব্রহ্মা হাসতে হাসতে হাসতে সেই মুনিবরকে বললেন —হে ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছানুসারেই তোমার মুখ থেকে এই বাণী উদ্‌গত হয়েছে। এই ছন্দোবদ্ধ পদ **শ্লোক** নামেই অভিহিত হোক, এ বিষয়ে আর কোনও বিচারের প্রয়োজন নেই।

রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ॥ ৩২
বৃত্তং কথয় ধীরস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্ বৃত্তংতস্য ধীমতঃ॥ ৩৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—**হে ঋষিসত্তম** (হে ঋষিশ্রেষ্ঠ!) ; **ত্বম্ রামস্য চরিতম্ কৃৎস্নম্ কুরু** (আপনি রামচন্দ্রের চরিত্র পুরাপুরি বর্ণনা করুন) ; **যথা তে নারদাৎ শ্রুতম্ [তথা এব]** (আপনি যেমন নারদের নিকট শ্রবণ করেছেন [সেই রকম ভাবেই]) ; **ধর্মাত্মনঃ ধীমতঃ ধীরস্য ভগবতঃ রামস্য বৃত্তম্** (ধর্মাত্মা, ধীমান্, ধীরচরিত্র ভগবান্ রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত) ; **লোকে কথয়** (পৃথিবীতে প্রচার করুন) ; **তস্য ধীমতঃ** (সেই ধীমানের) ; **রহস্যম্ চ প্রকাশম্ চ যৎ বৃত্তম্** (গোপন ও প্রকাশ্য যে সকল ঘটনাবলী) ; **[তৎ অপি কথয়** (তাও বলুন)]।

বঙ্গানুবাদ—হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি রামচন্দ্রের সমগ্র চরিত্র বর্ণনা করুন। নারদের কাছে যেমন শুনেছেন সেইরকমভাবেই ধর্মাত্মা, ধীমান, ধীরচরিত্র ভগবান রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে প্রচার করুন। সেই ধীমানের গোপন ও প্রকাশ্য সকল ঘটনাই প্রচার করুন।

রামস্য সহসৌমিত্রে রাক্ষসানাং চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্ বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥ ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥ ৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রামস্য সহসৌমিত্রে রাক্ষসানাম্ বৈদেহ্যাঃ চ এব** (রামের সঙ্গে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের, রাক্ষসদের এবং বিদেহরাজতনয়া সীতার) ; **সর্বশঃ যৎ বৃত্তম্ প্রকাশম্ যদি বা রহঃ** (প্রকাশ্য বা গোপন সকল বৃত্তান্ত) ; **তৎ চ অপি**

অবিদিতম্ সর্বম্ (সেই সকল অজ্ঞাত বিষয়) ; **তে বিদিতম্ ভবিষ্যতি** (আপনার জ্ঞাত হবে) ; **অত্র কাব্যে** (এই [রামায়ণ] কাব্যে) ; **তে কাচিৎ বাক্ অনৃতা ন ভবিষ্যতি** (আপনার কোনও কথাই মিথ্যা হবে না) ; **[ত্বম্** (আপনি)] ; **পুণ্যাম্ রামকথাম্** (রামচন্দ্রের পুণ্যকথা) ; **মনোরমাম্ শ্লোকবদ্ধাম্ কুরু** (মনোরম শ্লোকবদ্ধ করুন)।

বঙ্গানুবাদ— শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদের প্রকাশ্য বা গোপন সকল অজ্ঞাত বিষয়ই আপনার জ্ঞাত হবে। এই (রামায়ণ) কাব্যে আপনার কোনও কথাই মিথ্যা হবে না। আপনি শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যকথা মনোরম শ্লোকবদ্ধে রচনা করুন।

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে॥ ৩৬
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎ-কৃতা প্রচরিষ্যতি॥ ৩৭
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।

অন্বয় ও শব্দার্থ—মহীতলে (পৃথিবীতে) ; **যাবৎ** (যতদিন) ; **গিরয়ঃ সরিতঃ চ স্থাস্যন্তি** (পর্বত ও নদীসমূহ থাকবে) ; **তাবৎ** (ততদিন) ; **লোকেষু** (সংসারে) ; **রামায়ণকথা প্রচরিষ্যতি** (রামায়ণ কথা প্রচারিত হবে) ; **যাবৎ** (যতদিন) ; **ত্বৎ-কৃতা** (আপনা কর্তৃক রচিত) ; **রামস্য চ কথা** (শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী) ; **প্রচরিষ্যতি** (প্রচারিত থাকবে) ; **তাবৎ** (ততদিন) ; **ত্বম্** (আপনি) ; **মৎলোকে ঊর্ধ্বম্ অধঃ চ** (আমার ঊর্ধ্বলোকে ও অধঃলোকে) ; **নিবৎস্যসি** (নিবাস করবেন)।

বঙ্গানুবাদ— যতকাল এই পৃথিবীতে পর্বতসমূহ ও নদীসমূহ থাকবে ততকাল এই সংসারে (পৃথিবীতে) রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকবে। যতকাল আপনা কর্তৃক রচিত শ্রীরামচন্দ্রের এই লীলাকহিনী প্রচারিত থাকবে ততকাল আপনি ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকে তথা ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবেন।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাযযৌ॥ ৩৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—ইতি উক্ত্বা (এইকথা বলে) ; **ভগবান্ ব্রহ্মা তত্র এব অন্তরধীয়ত** (ভগবান্ ব্রহ্মা সেখানেই অন্তর্হিত হলেন) ; **ততঃ** (তখন) ; **ভগবান্**

মুনিঃ (ভগবান মহর্ষি [বাল্মীকি]) ; **সশিষ্যঃ** (শিষ্যের সহিতই) ; **বিস্ময়ম্ আযযৌ** (বিস্মিত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ— এই কথা বলেই ভগবান ব্রহ্মা সেখানেই (তৎক্ষণাৎ) অন্তর্হিত হলেন। সেই দৃশ্য দেখে সশিষ্য ভগবান মহর্ষি বাল্মীকি পরম বিস্ময়াপন্ন হলেন।

তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ॥ ৩৯
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥ ৪০

অন্বয় ও শব্দার্থ— **ততঃ** (তখন) ; **তস্য সর্বে শিষ্যাঃ প্রিয়মাণাঃ** (তাঁর শিষ্যেরা সকলে প্রীত হয়ে) ; **ইমম্ শ্লোকম্** (এই শ্লোকটি) ; **পুনঃ জগুঃ** (বারবার গান করতে লাগলেন)— **'মহর্ষিণা** (মহর্ষি কর্তৃক) ; **চতুর্ভিঃসমাক্ষরৈঃ পদৈঃ যঃ গীতঃ** (চারটি সমান অক্ষরযুক্ত পদে যে গীত রচিত হয়েছে) ; **ভূয়ঃ অনুব্যাহরণাৎ** (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করায়) ; **মহর্ষিণা** (মহর্ষি কর্তৃক) ; **সঃ শোকঃ** ([ক্রৌঞ্চের মৃত্যুহেতু] সেই শোক) ; **শ্লোকত্বম্ আগতঃ** (শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে [কাব্য হয়েছে])।

বঙ্গানুবাদ— তখন তাঁর শিষ্যেরা সকলে সানন্দে সেই শ্লোকটি বারবার গান করতে লাগলেন এবং পরম বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন—'মহর্ষি চারটি সমান অক্ষরযুক্ত পাদে (চারটি পাদ এবং প্রতিপাদে আটটি অক্ষর) যে গীত রচনা করেছেন পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করায় (ক্রৌঞ্চের মৃত্যুহেতু) শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কাব্য হয়েছে।

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্॥ ৪১

অন্বয় ও শব্দার্থ—**ভাবিতাত্মনঃ** (ভাবাবিষ্ট) ; **তস্য মহর্ষেঃ** (সেই মহর্ষির) ; **ইয়ম্ বুদ্ধিঃ জাতা** (এরূপ বুদ্ধি জাগ্রত হল) ; **ঈদৃশৈঃ** [**শ্লোকৈঃ**] (এইরূপ শ্লোকের দ্বারা) ; **অহম্** (আমি) ; **কৃৎস্নম্ রামায়ণম্ কাব্যম্ করবাণি** (সমগ্র রামায়ণ কাব্যটি রচনা করব)।

বঙ্গানুবাদ—তখন ভাবাবিষ্ট মহর্ষির অন্তঃকরণে এই বুদ্ধি জাগ্রত

হল—'আমি এরূপ শ্লোকের দ্বারাই সমগ্র রামায়ণ কাব্যটি রচনা করব।'

উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈস্তদাস্য রামস্য চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ॥ ৪২

অন্বয় ও শব্দার্থ—**তদা** (তখন) ; **উদারদর্শনঃ** (উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন) ; **কীর্তিমান্** (যশস্বী) ; **সমাক্ষরৈঃ উদারবৃত্ত অর্থপদৈঃ মনোরমৈঃ শ্লোকশতৈঃ** (সমাক্ষরযুক্ত গভীর অর্থসমন্বিত রমণীয় পদরাজির দ্বারা বহুশত শ্লোকে) ; **অস্য যশস্বিনঃ রামস্য** (সেই কীর্তিমান্ রামচন্দ্রের) ; **যশস্করম্ কাব্যম্ চকার** (মনোহর কাব্য রচনা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ— তখন উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যশস্বী মহর্ষি বাল্মীকি সমাক্ষরযুক্ত গভীর অর্থসমন্বিত রমণীয় পদরাজি দ্বারা বহুশত শ্লোকে (চব্বিশ হাজার শ্লোকে) সেই কীর্তিমান রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে মনোহর কাব্য রচনা করলেন।

তদুপগত-সমাস-সন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থবাক্যবন্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশময়ধ্বম্॥ ৪৩

অন্বয় ও শব্দার্থ— **তৎ** (অতএব) ; **মুনিপ্রণীতম্** (মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রচিত) ; **উপগত-সমাস-সন্ধি-যোগম্** (সমাস, সন্ধি এবং প্রকৃতি প্রত্যয়যুক্ত) ; **সম** (দোষভাব-মুক্ত) ; **মধুর উপনত-অর্থ-বাক্যবন্ধম্** (মধুর ও প্রসাদগুণযুক্ত বাক্যবন্ধ) ; **রঘুবরচরিতম্** (রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা) ; **দশশিরসঃ চ বধম্** (এবং দশানন রাবণের বধ কথা) ; **নিশাময়ধ্বম্** (শ্রবণ করুন)।

বঙ্গানুবাদ—অতএব (হে ভাবুকজন !), মহর্ষি প্রণীত সমাস-সন্ধি-প্রকৃতিপ্রত্যয় যুক্ত দোষরহিত মধুর ও প্রসাদগুণময় বাক্যে গ্রথিত রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিতকথা এবং দশানন রাবণের বধবার্তা শ্রবণ করুন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ২॥

———o———

তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ

(বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ॥ ১

অন্বয় ও শব্দার্থ— ধর্মার্থসহিতম্ (ধর্ম ও অর্থের সঙ্গে) ; **হিতম্** (মঙ্গল কর) ; **তৎ** (সেই) ; **সমগ্রম্ বস্তু** (সমগ্র বিষয়বস্তু) ; **শ্রুত্বা** (শ্রবণ করে) ; **ভূয়ঃ** (আরও) ; **তস্য ধীমতঃ** (সেই ধীমানের [রামচন্দ্রের]) ; **যৎ বৃত্তম্** (যে সকল কাহিনী) ; **তৎ ব্যক্তম্ অন্বেষতে** (সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন)।

বঙ্গানুবাদ— ধর্ম, অর্থ (এবং কাম— এই ত্রিবর্গ) যুক্ত হিতকর সমগ্র রামকাহিনী শুনে (মহর্ষি বাল্মীকি) সেই ধীমান্ রামচন্দ্রের জীবনের আরও মূল বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্॥ ২

অন্বয় ও শব্দার্থ—প্রাচীন-অগ্রেষু দর্ভেষু (পূর্বাগ্র কুশাসনে) ; **কৃতাঞ্জলিঃ স্থিত্বা** (কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবেশন করে) ; **মুনিঃ** (মহর্ষি বাল্মীকি) ; **সম্যক্** (বিধি অনুসারে) ; **উদকম্ উপস্পৃশ্য** (জল স্পর্শ করে) ; **ধর্মেণ** (ধর্মানুসারে) ; **গতিম্** (রামচরিতের গতি-প্রকৃতি) ; **অন্বেষতে** (অনুসন্ধান করতে লাগলেন)।

বঙ্গানুবাদ—পূর্বাগ্র কুশাসনে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবেশন করে মহর্ষি বাল্মীকি বিধি অনুসারে আচমনান্তে সমাধিযোগে রামচরিতের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সভার্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ॥ ৩
হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্।
তৎ সর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি॥ ৪

অন্বয় ও শব্দার্থ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভিঃ সভার্যেন-সরাষ্ট্রেন চ (রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, পত্নী এবং প্রজাগণসহ) ; **রাজ্ঞা দশরথেন** (রাজা দশরথ কর্তৃক) ;

তত্র (সেখানে) ; **তত্ত্বতঃ যৎ চ প্রাপ্তম্** (পুরাপুরিভাবে যা যা পেয়েছেন) ; [**তেষাম্** (তাঁদের)] ; **হসিতম্ ভাষিতম্ যাবৎ গতিঃ চেষ্টিতম্ চ এব** (হাসি, কথা, গমনাগমন এবং [রাজ্যপালনাদি] যাবতীয় চেষ্টা) ; **তৎসর্বম্** (সেই সবই) ; **ধর্মবীর্যেণ** (যোগশক্তির প্রভাবে) ; [মহর্ষিঃ] **যথাবৎ** (যথাযথ) ; **সম্প্রপশ্যতি** (পুরাপুরি দেখতে পেলেন)।

বঙ্গানুবাদ— শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা এবং প্রজাগণ-সহ রাজা দশরথ এবং রাণিগণ জীবনে যা যা পেয়েছেন, তাঁদের হাসি, কথাবার্তা, গমনাগমন এবং রাজ্যপালনাদি যাবতীয় চেষ্টা, সে সকলই মহর্ষি যোগশক্তিপ্রভাবে যথাযথ দেখতে পেলেন।

স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎ সর্বঞ্চান্ববৈক্ষত॥ ৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সত্যসন্ধেন রামেণ স্ত্রীতৃতীয়েন** [**স্ত্রীয়া সহ তৃতীয়েন**] চ **বনে চরতা** (সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র, [দ্বিতীয় লক্ষ্মণ]এবং তৃতীয়জন স্ত্রী [সীতা] বনে বিচরণ কালে) ; **যৎ প্রাপ্তম্** (যা যা [অভিজ্ঞতা] লাভ করেছিলেন) ; **তৎ সর্বম্ তথা চ** (সে সকলই যথাযথ) ; **অন্ববৈক্ষত** [**অনু-অব-ঐক্ষত**] (সুষ্ঠুভাবে দর্শন করলেন)।

বঙ্গানুবাদ—সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা—এই তিনজন বনে বিচরণকালে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সে সকলই (তিনি) যথাযথ সুষ্ঠুভাবে দর্শন করলেন।

ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যৎ তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা॥ ৬

অন্বয় ও শব্দার্থ— **ততঃ** (অতঃপর) ; **পুরা তত্র যৎ নির্বৃত্তম্** (পুরাকালে সেখানে যা কিছু ঘটেছিল) ; **তৎ সর্বম্** (সে সকলই) ; **ধর্মাত্মা** (ধর্মাত্মা মহর্ষি) ; **যোগম্ আস্থিতঃ** (যোগযুক্ত হয়ে) ; **পাণাবামলকম্ (পাণৌ আমলকম্) যথা** [**তথা এব**] (হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতো) ; **পশ্যতি** (দেখতে পেলেন)।

বঙ্গানুবাদ— পূর্বে যা কিছু ঘটেছিল সে সকলই ধর্মাত্মা মুনি যোগবলে হস্তামলকের ন্যায় (হস্তস্থিত আমলকী ফলের মতো) স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ।
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্তুমুদ্যতঃ॥ ৭

অন্বয় ও শব্দার্থ—**সঃ মহামতিঃ** (সেই মহামনস্বী [বাল্মীকি]) ; **অভিরামস্য রামস্য** (পরম সুন্দর শ্রীরামচন্দ্রের) ; **তৎ সর্বম্** (সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত) ; **তত্ত্বতঃ দৃষ্ট্বা** (যথাযথ দর্শন [নিরীক্ষণ] করে) ; **ধর্মেণ** (ধর্মীয় কর্তব্যবোধে) ; **তৎ সর্বম্** (সেই সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত) ; **কর্তুম্ উদ্যতঃ** [অভবৎ] (রচনা করতে উদ্যোগী হলেন)।

বঙ্গানুবাদ— মহামনস্বী বাল্মীকি অভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত যথাযথ নিরীক্ষণ করে ধর্মীয় কর্তব্যবোধে (মানব-কল্যাণের জন্য) তা রচনা করতে উদ্যোগী হলেন।

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্॥ ৮
স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ॥ ৯

অন্বয় ও শব্দার্থ— **মহাত্মনা নারদেন** (মহাত্মা নারদ কর্তৃক) ; **রঘুবংশস্য চরিতম্** (রঘুবংশের চরিত কথা) [মহারাজ রঘু ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ, তাঁর বংশই রঘুবংশ নামে পরিচিত] ; **পূর্বম্** (পূর্বে) ; **যথা কথিতম্** (যেরূপে বলা হয়েছে) ; **ভগবান্ মুনিঃ** (ভগবান্ মহর্ষি বাল্মীকি) ; **কামার্থগুণসংযুতম্** (কাম ও অর্থগুণ যুক্ত) ; **ধর্মার্থ গুণবিস্তরম্** (ধর্ম ও অর্থ [মোহ] গুণ বিস্তৃত) [ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির বিষয় বিস্তৃত রূপে] ; **সমুদ্রম্ ইব** (সমুদ্রের মতো) ; **রত্নাঢ্যম্** (বহুরত্ন সমন্বিত [রত্নাকর]) ; **সর্বশ্রুতিমনোহরম্** (সকলের শ্রুতিসুখকর [গুণ, অলঙ্কার ও রীতি—কাব্যের উৎকর্ষের এই তিনগুণ সমন্বিত—শ্রুতিকাব্য রামায়ণ]) ; **চকার** (রচনা করলেন)।

বঙ্গানুবাদ— মহাত্মা নারদ রঘুবংশের চরিত কথা যেরূপ বলেছিলেন, ভগবান মহর্ষি (বাল্মীকি) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ গুণযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় রত্নাকর এবং সকলের শ্রুতিসুখকর কাব্যোৎকর্ষের তিন বিষয় গুণ-অলঙ্কার-রীতি সমন্বিত (শ্রুতিবাক্য রামায়ণ) রচনা করলেন।

(এই অধ্যায়ে এর পর থেকে প্রতি শ্লোক পাঠের পর **'চকার ভগবান্ মুনিঃ'** [ভগবান্ মহর্ষি রচনা করলেন]—এই বাক্যটি অধ্যাহার করে [এই শ্লোক থেকে আহরণ করে] অনুধ্যান করতে হবে)।

জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥ ১০

অন্বয় ও শব্দার্থ— **রামস্য** (শ্রীরামচন্দ্রের) ; **জন্ম** (জন্ম বৃত্তান্ত) ; **সুমহৎ বীর্যম্** (মহতী বীর্যবত্তা) ; **সর্ব-অনুকূলতাম্** (সকলের প্রিয়কর্মসাধন) ; **লোকস্য প্রিয়তাম্** (জনপ্রিয়তা) ; **ক্ষান্তিম্** (ক্ষমাগুণ) ; **সৌম্যতাম্** (স্নিগ্ধতা বা সৌম্যভাব) ; **সত্যশীলতাম্** [চ] ([এবং] সত্যনিষ্ঠা) ; **[চকার ভগবান্ ঋষিঃ** (ভগবান মহর্ষি রচনা করলেন)]।

বঙ্গানুবাদ— শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম, মহান পরাক্রম, সকলের জন্য প্রিয়কর্মসাধন, জনপ্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যভাব এবং সত্যনিষ্ঠা—(এই সকল বিষয় মহামুনি বাল্মীকি তাঁর রচিত কাব্যে বর্ণনা করলেন)।

নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে।
জানক্যাশ্চ বিবাহং চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্॥ ১১

(চকার ভগবান্ ঋষিঃ)

অন্বয় ও শব্দার্থ—**বিশ্বামিত্রসহায়নে** (মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায়) ; **অন্যাঃ নানা চিত্রাঃ কথাঃ** (অন্য বিচিত্র ঘটনা) ; **জানক্যাঃ চ বিবাহম্** (জনক-নন্দিনী সীতার বিবাহ) ; **ধনুষঃ চ বিভেদনম্** ([শ্রীরাম কর্তৃক] হরধনুভঙ্গ)।

বঙ্গানুবাদ— মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায় (শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীলক্ষ্মণের জীবনের) বিচিত্র ঘটনা, [মিথিলায় শ্রীরাম কর্তৃক] হরধনু ভঙ্গ, (শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের সঙ্গে যথাক্রমে) শ্রীসীতাদেবীর অর্থাৎ জানকীর এবং উর্মিলা-মাণ্ডবী শ্রুতকীর্তির বিবাহ ইত্যাদি ঘটনা—মহর্ষি রচনা করলেন।

রাম-রাম-বিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা।
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবতাম্॥ ১২
বিঘাতং চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্।
রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্॥ ১৩

প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা॥ ১৪

(চকার ভগবান্ ঋষিঃ)

অন্বয় ও শব্দার্থ—**রাম-রাম-বিবাদম্ [রামেণ রামস্য বিবাদম্]** (রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে জামদগ্ন্য পরশুরামের [জমদগ্নি ঋষির পুত্র ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূলকারী কুঠারধারী রামের] বিবাদ) ; **তথা** (আরও) ; **দাশরথেঃ গুণান্** (দশরথতনয় শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী) ; **রামস্য অভিষেকম্** (শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক) ; **কৈকেয্যাঃ** (কৈকেয়ীর [রাজা দশরথের দ্বিতীয়া স্ত্রী, শ্রীরামচন্দ্রের বিমাতা]) ; **দুষ্টভাবতাম্** (দুরভিসন্ধি) ; **অভিষেকস্য চ বিঘাতম্** ([শ্রীরামচন্দ্রের] রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন) ; **রামস্য চ বিবাসনম্** (শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসন [চোদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস]) ; **রাজ্ঞঃ** (রাজা দশরথের) ; **শোকম্ বিলাপম্ চ** (পুত্রশোক ও তজ্জন্য বিলাপ) ; **পরলোকস্য চ আশ্রয়ম্** (পরলোকগমন [পুত্রশোকহেতু মৃত্যু]) ; **প্রকৃতীনাম্ বিষাদম্ চ** (প্রজাসাধারণের [প্রিয় রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদে] বিষাদ) ; **প্রকৃতীনাম্** (প্রজাসাধারণের) ; **বিসর্জনম্** (পরিত্যাগ [বনবাস-গমন-কালে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের অনুগামী প্রজাগণকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ]) ; **নিষাদাধিপ-সংবাদম্** ([নিষাদ-অধিপ] নিষাদরাজ [অনার্যজাতীয় ব্যাধ শ্রেণীর রাজা] গুহের বিবরণ [শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে গুহের মিত্রতার বিষয়]) ; **তথা সূতোপাবর্তনম্ [সূত-উপাবর্তনম্]** (সারথি সুমন্তের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন [রাজা দশরথের নির্দেশে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণকে রথে করে নিয়ে এসে গঙ্গাকূলে নামিয়ে দিয়ে সারথি সুমন্তের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন]) ।

বঙ্গানুবাদ— (দাশরথি) শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে (জামদগ্ন্য) শ্রীপরশুরামের বিবাদ, শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুরভি-সন্ধি, রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন ও নির্বাসন (বনবাস) এবং সেইজন্য রাজা দশরথের শোক-বিলাপ ও পরলোকগমন, প্রজাসাধারণের (প্রিয় রাজকুমারের বিচ্ছেদে) বিষণ্ণতা (শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের) অনুগমনকালে (পথিমধ্যে) শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক (তাদের) পরিত্যাগ, নিষাদরাজ গুহের সংবাদ (শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর

মিত্রতার কথা) এবং (গঙ্গাকূলে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণকে রেখে) সারথি সুমন্তের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন—(ইত্যাদি ঘটনা মহামুনি বিবৃত করলেন)।

গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্॥ ১৫

(চকার ভগবান্ ঋষিঃ)

অন্বয় ও শব্দার্থ—গঙ্গায়াঃ চ অপি সন্তারম্ (গঙ্গানদীর অপর পারে গমন) ; **ভরদ্বাজস্য দর্শনম্** (ভরদ্বাজ মুনির দর্শন) ; **ভরদ্বাজ-অভি-অনুজ্ঞানাৎ চিত্রকূটস্য দর্শনম্** (ভরদ্বাজ ঋষির অনুরোধে চিত্রকূট পর্বত দর্শন) ।

বঙ্গানুবাদ—[শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণ] গঙ্গানদীর অপর পারে গিয়ে ভরদ্বাজ ঋষির দর্শন পেলেন এবং তাঁর নির্দেশে চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে (তার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করলেন)—(এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

বাস্তুকর্ম নিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা।
প্রসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্॥ ১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা॥ ১৭

(চকার ভগবান্ ঋষিঃ)

অন্বয় ও শব্দার্থ—বাস্তুকর্ম (কুটির নির্মাণ) ; **নিবেশম্ চ** (এবং [সেই কুটিরে] বাস) ; **তথা ভরত আগমনম্** ([শ্রীরামকে ফিরিয়ে নেবার জন্য] ভরতের আগমন) ; **রামস্য চ প্রসাদনম্** ([অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার জন্য] শ্রীরামের প্রসন্নতাবিধান) ; **পিতুঃ চ সলিলক্রিয়াম্** (স্বর্গত পিতার [তৃপ্তি বিধানের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের] জল দ্বারা তর্পণ) ; **পাদুকা-অগ্র্য-অভিষেকম্ চ** ([শ্রীরামের] শ্রেষ্ঠ পাদুকার অভিষেক) ; **নন্দিগ্রাম নিবাসনম্** (নন্দিগ্রামে [ভরতের] বাস) ; **দণ্ডকারণ্য-গমনম্** ([শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের] দণ্ডকারণ্যে গমন) ; **তথা বিরাধস্য বধম্** ([শ্রীরামকর্তৃক] বিরাধ নামক রাক্ষসের হত্যা)।

বঙ্গানুবাদ—(চিত্রকূটে) কুটীর নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের বাস, [শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য] ভরতের [চিত্রকূটে] আগমন, [ভরত কর্তৃক] শ্রীরামের প্রসন্নতাবিধান, [শ্রীরামকর্তৃক] স্বর্গত পিতার

জলতর্পণ, [শ্রীরামের] শ্রেষ্ঠ পাদুকার অভিষেক ও [ভরতের] নন্দিগ্রামে বাস ; [পরে শ্রীরাম-সীতা-লক্ষ্মণের] দণ্ডকারণ্যে গমন ও [পথে শ্রীরামকর্তৃক] বিরাধ নামক রাক্ষস বধ (এই সকল বিষয় মহামুনি রচনা করলেন)।

দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্।
অনসূয়াসমাখ্যাঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্॥ ১৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—শরভঙ্গস্য দর্শনম্ (শরভঙ্গ নামক মুনির সঙ্গে [শ্রীরামের] দর্শন) ; **সুতীক্ষ্ণেন সমাগমম্** (সুতীক্ষ্ণ নামক ঋষির সঙ্গে [তাঁর] মিলন [এই ঋষি শ্রীরামকে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করেন]) ; **অনসূয়া সমাখ্যাম্ চ** ([অত্রিমুনির পত্নী] অনসূয়ার সঙ্গে [সীতাদেবীর] মিলন) **[অনসূয়য়া সীতায়ৈ] অঙ্গরাগস্য চ অর্পণম্** ([অনসূয়া কর্তৃক সীতাদেবীকে] অঙ্গরাগ প্রদান)।

বঙ্গানুবাদ— শরভঙ্গ নামক ঋষির সঙ্গে শ্রীরামের সাক্ষাৎকার, সুতীক্ষ্ণ নামক ঋষির সঙ্গেও তাঁর মিলন, অনসূয়াদেবীর সঙ্গে সীতাদেবীর মিলন এবং অনসূয়া দেবী কর্তৃক সীতাদেবীকে অঙ্গরাগ প্রদান—(এইসকল রচনা করেন)।

দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণং তথা॥ ১৯
বধং খরত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ।
মারীচস্য বধং চৈব বৈদেহ্যা হরণং তথা॥ ২০

অন্বয় ও শব্দার্থ—[শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাভিঃ] অগস্ত্যস্য চ অপি দর্শনম্ ([শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা কর্তৃক] অগস্ত্য ঋষির দর্শন) ; **তথা [অগস্ত্যেন প্রদত্ত-বৈষ্ণব-] ধনুষঃ গ্রহণম্** (আর [ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক প্রদত্ত বৈষ্ণবীয়] ধনুঃ [শ্রীরাম কর্তৃক] গ্রহণ) ; **শূর্পণখ্যাঃ চ সংবাদম্** (শূর্পণখার কাহিনী [এখানে শূর্পণখায়াঃ হওয়া উচিত ছিল ; শূর্পণখ্যাঃ ছন্দোরক্ষার্থে আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে]) ; **তথা [তস্যাঃ-শূর্পণখায়াঃ] বিরূপকরণম্** (আর [শ্রীরামের নির্দেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক কর্ণ-নাসিকা ছেদন করে শূর্পণখার] রূপ বিকৃত করণ) ; **[শ্রীরামেণ] খর ত্রিশিরসোঃ বধম্** ([শ্রীরামকর্তৃক] খর এবং ত্রিশিরাঃ নামক রাক্ষসদ্বয়ের হত্যা) ; **রাবণস্য চ উত্থানম্** ([ভগিনী শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শ্রীরামের

বিরুদ্ধে] রাবণের অভ্যুত্থান) ; **মারীচস্য চ এব বধম্** ([শ্রীরাম কর্তৃক] মারীচকে হত্যা) ; **তথা [রাবণেন] বৈদেহ্যাঃ হরণম্** ([রাবণ কর্তৃক] বিদেহরাজতনয়া সীতার হরণ)। [চকার ভগবান্ মুনিঃ]

বঙ্গানুবাদ—[ঐ চিত্রকূটেই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা] ঋষি অগস্ত্যকে দর্শন করলেন এবং [শ্রীরামচন্দ্র] ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক প্রদত্ত [বৈষ্ণবীয়] ধনুঃ গ্রহণ করলেন। [এদিকে আবার] শূর্পণখার সংবাদ— (শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করে) তাকে বিরূপা করলেন ; [সেইহেতু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে বধের জন্য রাক্ষসেরা যুদ্ধ করতে আসলে] শ্রীরাম খর ও ত্রিশিরাঃ নামক রাক্ষসদ্বয়কে হত্যা করেন। অতঃপর সীতাহরণের জন্য রাবণের অভ্যুত্থান, মারীচ-বধ ও সীতাহরণ বৃত্তান্ত।

রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্॥ ২১
শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূলাশনং তথা।
প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনূমদ্দর্শনং তথা॥ ২২

অন্বয় ও শব্দার্থ— **[সীতাবিরহেণ] রাঘবস্য বিলাপম্** ([সীতার বিরহে] শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ) ; **গৃধ্ররাজ-নিবর্হণম্ চ** ([রাবণ কর্তৃক] পক্ষিরাজ জটায়ুর নিধন) ; **কবন্ধদর্শনম্ চ এব** ([সীতা অন্বেষণরত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পথে যেতে যেতে] কবন্ধ নামক রাক্ষসের দর্শন পেলেন) ; **পম্পায়াঃ চ অপি দর্শনম্** ([পরে] তাঁরা পম্পা সরোবরের [সৌন্দর্য] দর্শন করলেন) ; **[অতপরম্ শ্রীরামেণ] শবরীদর্শনম্ তথা [তয়া শবর্যা দত্তানাম্] ফলমূলানাম্ অশনম্ চ এব** ([অতঃপর শ্রীরামকর্তৃক] শবরীকে দর্শন এবং [শবরীদত্ত] ফলমূল ভক্ষণ) ; **পম্পায়াম্ [সীতায়ৈ রামস্য] প্রলাপঃ চ** (পম্পাতীরে [সীতার জন্য শ্রীরামের] বিলাপ) ; **তথা [তত্র পম্পায়াম্ চ শ্রীরামলক্ষ্মণাভ্যাম্] হনূমৎ-দর্শনম্** (ঐ পম্পাতীরেই শ্রীরামলক্ষ্মণ-কর্তৃক হনুমানের দর্শন লাভ)—[চকার ভগবান্ মুনিঃ]।

বঙ্গানুবাদ—সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ, রাবণ কর্তৃক পক্ষিরাজ জটায়ুর নিধন, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক কবন্ধ নামক রাক্ষসের সাক্ষাৎ ও পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দর্শন। অতঃপর শ্রীরামকর্তৃক শবরীকে দর্শন এবং

শবরীকর্তৃক প্রদত্ত ফলমূলাদি ভক্ষণ, পরে পম্পার সৌন্দর্য দর্শনে সীতার বিরহে শ্রীরামের বিলাপ এবং ঐ পম্পা তীরেই হনুমানের সাক্ষাৎ লাভ—ভগবান মুনি বর্ণনা করেন।

ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালিসুগ্রীববিগ্রহম্॥ ২৩
বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রনিবাসনম্॥ ২৪
কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্।
দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্॥ ২৫

অন্বয় ও শব্দার্থ— [শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ] **ঋষ্যমূকস্য গমনম্** ([শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের] ঋষ্যমূক পর্বতে গমন) ; [**তত্র**] **সুগ্রীবেণ সমাগমম্** ([সেখানে] সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন) ; **প্রত্যয়োৎপাদনম্ সখ্যম্** [চ] ([শ্রীরাম কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট নিজের বীরত্ব বিষয়ে] বিশ্বাস উৎপাদন [এবং সুগ্রীবের সঙ্গে] মৈত্রী স্থাপন) ; **বালি-সুগ্রীববিগ্রহম্** (বালি এবং সুগ্রীবের যুদ্ধ) ; [শ্রীরামেণ] **বালিপ্রমথনম্ চ এব** (শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বালি বধ) ; **সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্** (সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক) ; **তারাবিলাপম্** ([পতি বালির মৃত্যুহেতু তৎপত্নী] তারার বিলাপ) ; **সময়ম্** ([সীতান্বেষণ বিষয়ে সুগ্রীবের] প্রতিজ্ঞা) ; **বর্ষরাত্রনিবাসনম্** (বর্ষাকাল সমাগমে [মাল্যবান্ পর্বতের প্রস্রবণ-নামক শিখরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের] কালযাপন) ; **রাঘবসিংহস্য কোপম্** ([সীতান্বেষণে সুগ্রীবের বিলম্ব দেখে সুগ্রীবের প্রতি] রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ প্রদর্শন) ; **বলানাম্ উপসংগ্রহম্** ([অনুতপ্ত সুগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণার্থে] সৈন্য সংগ্রহ) ; **দিশঃ প্রস্থাপনম্ চ এব** ([সৈন্যদের] বিভিন্ন দিকে প্রেরণ) ; **পৃথিব্যাঃ চ নিবেদনম্** (পৃথিবীর [দ্বীপ-সমুদ্রাদির] বর্ণনা)।

বঙ্গানুবাদ —[শ্রীমদ্‌হনুমানের সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের] ঋষ্যমূক পর্বতে গমন, সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁদের মিলন, নিজের বীরত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করে সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা স্থাপন, বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্তৃক বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক ; বালিপত্নী তারার বিলাপ,

সীতান্বেষণার্থে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা, বর্ষাসমাগমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মাল্যবান পর্বতে বর্ষাকাল যাপন ; (রাজ্যসুখাসীন সুগ্রীবের সীতান্বেষণে বিলম্ব দেখে সুগ্রীবের প্রতি) রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ প্রদর্শন, (অনুতপ্ত সুগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণার্থে) সৈন্য সংগ্রহ এবং তাদের বিভিন্ন দিকে প্রেরণ এবং পৃথিবীর দ্বীপ সমুদ্রাদির বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়—।

অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্।
প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্॥ ২৬
পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্॥ ২৭

অন্বয় ও শব্দার্থ— [**শ্রীসীতাদেব্যাঃ বিশ্বাসোৎপাদনায় শ্রীরামেণ-হনুমতে**] **স্বীয় অঙ্গলীয়কদানম্ চ** ([শ্রীসীতাদেবীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হনুমানকে] নিজের অঙ্গুরীয়ক প্রদান) ; [**শ্রীরামেণ**] **ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্** ([শ্রীরাম কর্তৃক] ঋক্ষ নামক পর্বতের [স্বয়ংপ্রভা] গুহাদর্শন ; **প্রায়োবশেনম্ চ এব** ([সাগরসৈকতে] প্রায়োপবেশনব্রত পালন [প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করে উপবাস]) ; **সম্পাতেঃ চ অপি দর্শনম্** (এবং সম্পাতির দর্শন) ; [শ্রীহনূমতা] **পর্বত আরোহণম্ চ এব** ([সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য শ্রীহনুমান্ কর্তৃক] মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ) ; **সাগরস্য অপি লঙ্ঘনম্** (এবং সমুদ্র উল্লঙ্ঘন) ; **সমুদ্র বচনাৎ চ এব মৈনাকস্য দর্শনম্** (সমুদ্রের কথানুসারে মৈনাক পর্বত দর্শন)।

বঙ্গানুবাদ— নিজের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, ঋক্ষ নামক পর্বতের স্বয়ংপ্রভ বিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে প্রায়োপবেশন এবং সম্পাতিকে দর্শন ; মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ, সাগর উল্লঙ্ঘন এবং সাগরের কথানুসারে মৈনাকপর্বত দর্শন।

রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈবচ্ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্।
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা-মলয়দর্শনম্॥ ২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশঞ্চ একস্যাপি বিচিন্তনম্।
অপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্॥ ২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্॥ ৩০

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**হনুমন্তম্প্রতি**] **রাক্ষসীতর্জনম্ চ এব** ([হনুমানের প্রতি] রাক্ষসীদের তর্জন) ; [**ততঃ হনুমতা**] **ছায়াগ্রাহস্য** [**ছায়াগ্রাহ্যাঃ**] **সিংহিকায়াঃ দর্শনম্ নিধনম্ চ** ([অতঃপর হনুমান্ কর্তৃক] ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীর দর্শন ও নিধন) ; **লঙ্কা-মলয়দর্শনম্** (লঙ্কা এবং মলয় পর্বত [ত্রিকূট] দর্শন) ; **রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশম্** (রাত্রিকালে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ) ; **একস্য অপি বিচিন্তনম্ চ** (একলা আপন কর্তব্যের চিন্তা) ; **অপান-ভূমি-গমনম্ অবরোধস্য দর্শনম্ চ** ([রাবণের] অপেয় [মদ্যপান] স্থানে গমন এবং অবরোধ [অন্তঃপুরিকাদের] দর্শন) ; **রাবণস্য অপি দর্শনম্** (রাবণকেও দর্শন) ; **পুষ্পকস্য চ দর্শনম্** (এবং পুষ্পকরথ নিরীক্ষণ) ; **অশোকবনিকাযানম্** (অশোকবনে গমন) ; **সীতায়াঃ চ অপি দর্শনম্** (এবং শ্রীসীতাদেবীরও দর্শন)।

বঙ্গানুবাদ— হনুমানের প্রতি রাক্ষসীদের তর্জন এবং হনুমান কর্তৃক ছায়াগ্রাহিণী (জলের উপর প্রাণীর ছায়া দেখে যে মায়াবলে সেই প্রাণীকে আকর্ষণ করে ভক্ষণ করে) সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসীর দর্শন ও নিধন, লঙ্কানগরী এবং মলয় পর্বত দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ করে একলাই আপন কর্তব্যের চিন্তা, রাবণের মদ্যপান স্থানে গমন ও অন্তঃপুরিকাদের দর্শন, পুষ্পক রথ দর্শন, অশোকবনে গমন ও শ্রীসীতাদেবীর দর্শন— (বর্ণনা করেছেন)।

অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্।
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্॥ ৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গং তথৈব চ।
রাক্ষসীবিদ্রবঞ্চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্॥ ৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্।
প্রতিপ্লবনমেবাথ মধূনাং হরণং তথা॥ ৩৩

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**শ্রীহনূমতা শ্রীসীতাদেব্যৈ শ্রীরামস্য স্মারকম্**] **অভিজ্ঞানপ্রদানম্ সীতায়াঃ চ অপি ভাষণম্** ([শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীসীতাদেবীকে শ্রীরামের স্মারক] অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং [শ্রীহনুমানের সঙ্গে] শ্রীসীতার কথোপকথন) ; **রাক্ষসী তর্জনম্ চ এব** (রাক্ষসীগণ কর্তৃক [শ্রীসীতাদেবীর প্রতি] তর্জন-গর্জন) ; **ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্** ([শ্রীসীতাকে পরিদর্শনের জন্য রাবণ কর্তৃক

নিযুক্তা অথচ শ্রীসীতার প্রতি অনুকম্পাপরায়ণা রাক্ষসী] ত্রিজটা কর্তৃক [শ্রীরাম সম্বন্ধে] শুভ স্বপ্নদর্শন) ; **সীতায়াঃ মণিপ্রদানম্** ([শ্রীহনুমানের নিকট] শ্রীসীতার চূড়ামণি-প্রদান) ; **তথা এব [হনূমতা] বৃক্ষভঙ্গম্, রাক্ষসীনাম্ বিদ্রবম্ চ** ([শ্রীহনুমান কর্তৃক অশোক বাটিকার] বৃক্ষসকল ভঙ্গকরণ এবং [ভয়ে] রাক্ষসীদের পলায়ন) ; **[হনূমতা] কিঙ্করাণাম্ নিবর্হণম্** ([শ্রীহনুমান্ কর্তৃক রাবণের] ভৃত্যদের হত্যা) ; **বায়ুসূনোঃ গ্রহণম্ চ** ([ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক] বায়ুপুত্র শ্রীহনুমানের বন্ধন) ; **[অথ হনূমতা] লঙ্কাদাহঃ, অভিগর্জনম্, প্রতিপ্লবনম্ এব** ([অনন্তর শ্রীহনুমান্ কর্তৃক] লঙ্কাদাহন, [তৎকালে] ভীষণ গর্জন এবং পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন [করে শ্রীরামের নিকট গমন]) ; **তথা মধূনাম্ হরণম্** ([বানরগণ-কর্তৃক মধুবনে] মধুহরণ—)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীসীতাদেবীকে শ্রীরামের স্মারক অঙ্গুরীয়ক প্রদান এবং শ্রীহনুমানের সঙ্গে শ্রীসীতাদেবীর কথোপকথন ; রাক্ষসীদের তর্জন-গর্জন, ত্রিজটার স্বপ্নদর্শন, শ্রীহনুমানকে শ্রীসীতার চূড়ামণি প্রদান, শ্রীহনুমান কর্তৃক অশোকবাটিকার বৃক্ষভঙ্গ এবং ভয়ে রাক্ষসীদের পলায়ন এবং শ্রীহনুমান কর্তৃক রাবণ কিঙ্করদের হত্যা, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বায়ুপুত্র শ্রীহনুমানের বন্ধন পরে তাঁর দ্বারা লঙ্কাদহন, ভয়ঙ্কর গর্জন এবং পুনরায় সমুদ্রলঙ্ঘন করে শ্রীরামের নিকট প্রত্যাগমন, অতঃপর বানরগণ কর্তৃক মধুবনে মধুহরণ—(বর্ণিত হয়েছে)।

রাঘবাশ্বাসনঞ্চৈব মণিনির্যাতনং তথা।
সংগমঞ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্॥ ৩৪
প্রতারঞ্চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্।
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্॥ ৩৫

অন্বয় ও শব্দার্থ—[শ্রীহনূমতা] **রাঘব-আশ্বাসনম্ তথা মণি নির্যাতনম্ চ এব** ([শ্রীহনুমান কর্তৃক] শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বাস এবং শ্রীসীতাপ্রদত্ত চূড়ামণি প্রদান) ; **সমুদ্রেণ** [শ্রীরামস্য] **সঙ্গমম্ চ** ([লঙ্কাযাত্রার জন্য] সমুদ্রের সঙ্গে শ্রীরামের মিলন) ; **নল- সেতোঃ চ বন্ধনম্** (নল কর্তৃক [সমুদ্রে] সেতুবন্ধন) ; **সমুদ্রস্য চ প্রতারম্** ([বানর সেনাসহ শ্রীরামের] সমুদ্র উত্তরণ) ; **রাত্রৌ লঙ্কা-অবরোধনম্**

(রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ) ; **বিভীষণেন [শ্রীরামস্য] সংসর্গম্ [রাবণস্য চ] বধ-উপায়-নিবেদনম্** (বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের মৈত্রী এবং রাবণবধের উপায় নির্ধারণ)।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীহনুমান কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বস্ত-করণ ও শ্রীসীতাপ্রদত্ত চূড়ামণি প্রদান, সমুদ্রের সঙ্গে শ্রীরামের মিলন এবং নল কর্তৃক সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, বানরসেনা সহ শ্রীরামের সমুদ্র-উত্তরণ এবং রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ, বিভীষণের সঙ্গে শ্রীরামের মিত্রতা এবং রাবণবধের উপায় নির্ধারণ—।

কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে॥ ৩৬
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্।
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্॥ ৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্।
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্॥ ৩৮

অন্বয় ও শব্দার্থ—[শ্রীরামেণ] **কুম্ভকর্ণস্য নিধনম্** ([শ্রীরাম কর্তৃক] কুম্ভকর্ণের নিধন) ; [**লক্ষ্মণেন**] **মেঘনাদ নিবর্হণম্** ([লক্ষ্মণ কর্তৃক] মেঘনাদ বধ) ; **রাবণস্য বিনাশম্ চ** (এবং রাবণবধ) ; **অরেঃ পুরে** (শত্রুর গৃহে) ; **সীতা অবাপ্তিম্** [**অব-আপ্তিম্**] (শ্রীসীতাদেবীকে ফিরে পাওয়া) ; **বিভীষণ-অভিষেকম্ চ** (বিভীষণের রাজ্যাভিষেক) ; **পুষ্পকস্য দর্শনম্ চ** ([শ্রীরামকর্তৃক] পুষ্পকরথ অবলোকন) ; [**শ্রীসীতা লক্ষ্মণাভ্যাম্ তথা হনূমৎ-প্রভৃতিভিঃ সহ শ্রীরামস্য**] **অযোধ্যায়াঃচ গমনম্, ভরদ্বাজ-সমাগমম্ চ** ([শ্রীসীতা-লক্ষ্মণ-হনুমান্ প্রভৃতি সহ শ্রীরামের] অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা [এবং পথে] ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে মিলন) ; [**ভরতম্ প্রতি**] **বায়ুপুত্রস্য প্রেষণম্ ততঃ ভরতেন সমাগমম্** ([ভরতের কাছে] বায়ুপুত্র হনুমানকে প্রেরণ এবং পরে ভরতের সঙ্গে মিলন) ; **রাম-অভিষেক-অভ্যুদয়ম্ তথা সর্বসৈন্যবিসর্জনম্** (শ্রীরামের রাজ্যে অভিষেক, রাজ্যের উন্নতি, পরে বানরসৈন্যদের [তাদের] স্বদেশের উদ্দেশ্যে বিদায় প্রদান) ; [**ততঃ**] **স্বরাষ্ট্র-রঞ্জনম্**

চ এব বৈদেহ্যাঃ চ বিসর্জনম্ (অতঃপর প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাবিসর্জন বিষয়)। [চকার ভগবান্ ঋষিঃ]

বঙ্গানুবাদ—শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কুম্ভকর্ণের এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদের নিধন, অতঃপর রাবণবধ ও শত্রুর গৃহে শ্রীসীতাদেবীকে ফিরে পাওয়া ; বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, শ্রীরামকর্তৃক পুষ্পকরথ দর্শন এবং সীতা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং পথে ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে শ্রীরামের মিলন ; সেখান থেকে ভরতের নিকট দূতরূপে হনুমানকে প্রেরণ ও ভরতের সঙ্গে মিলন ; শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক, রাজ্যের অভ্যুদয়, বানরসৈন্যদের স্বদেশে প্রেরণ এবং পরে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য সীতা বিসর্জন—এই সকল বিষয় ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর কাব্যে রচনা করেন।

অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥ ৩৯

অন্বয় ও শব্দার্থ—[**অধিকম্ তু**] **বসুধাতলে রামস্য যৎ কিঞ্চিৎ অনাগতম্ চ** ([এতদ্ব্যতীত] পৃথিবীতে শ্রীরামের যা কিছু ভবিষ্য-লীলা) ; **ভগবান্ বাল্মীকিঃ ঋষিঃ উত্তরে কাব্যে তৎ চকার** (ভগবান্ বাল্মীকি মুনি সেই সকল বিষয় কাব্যের উত্তর ভাগে রচনা করেন)।

বঙ্গানুবাদ—এতদ্ব্যতীত এই পৃথিবীতে শ্রীরামচন্দ্রের যা কিছু ভবিষ্যৎ লীলা তা সবই ভগবান বাল্মীকি মুনি তাঁর কাব্যের উত্তর ভাগে রচনা করেছেন।

———o———

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে বালকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিকাব্য রামায়ণের আদিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

———o———